পারা ৫

﴿٢٤﴾ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ

২৪। ওয়াল্ মুহ্স্বানা-তু মিনান্ নিসা—ই ইল্লা- মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম, কিতা-বাল্লা-হি 'আলাইকুম,
(২৪) আর নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মালিকানাধীন হয়েছে তাদের ব্যতীত সকল সধবা মহিলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য এটা

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ

ওয়া উহিল্লা লাকুম্ মা-ওয়ারা—আ যা-লিকুম আন্ তাব্তাগূ বিআমওয়া-লিকুম মুহ্স্বিনীনা গাইরা মুসা-ফিহ্বীন ;
আল্লাহর বিধান। আর উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য সব নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ছাড়া তাদেরকে

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا

ফামাস্ তাম্তা'তুম বিহী মিন্হুন্না ফাআ-তূহুন্না উজূরাহুন্না ফারীদ্বাহ; ওয়ালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম ফীমা-
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও। অতঃপর যাদেরকে তোমরা ভোগ করেছ, উক্ত নারীদেরকে তাদেরর নির্ধারিত মহর প্রদান কর। আর

تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٥﴾ وَمَنْ لَّمْ

তারা-দ্বাইতুম্ বিহী মিম্ বা'দিল্ ফারীদ্বাহ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হ্বাকীমা-। ২৫। ওয়া মাল্ লাম
তোমাদের কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হও। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (২৫) আর তোমাদের

يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ

ইয়াস্তাত্বি' মিন্কুম্ ত্বাওলান্ আই ইয়ান্কিহ্বাল্ মুহ্স্বানা-তিল মু'মিনা-তি ফামিম্ মা- মালাকাত
মধ্যে যদি কারো সামর্থ্য না থাকে যে, স্বাধীনা ঈমানদার স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে তখন তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত

اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ

আইমা-নুকুম্ মিন্ ফাতাইয়া-তিকুমুল্ মু'মিনা-ত ; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিকুম ; বা'দ্বুকুম্ মিম্
ঈমানদার দাসীদেরকে বিবাহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভাল করে জানেন। তোমরা একে অপরের

بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

বা'দ্ব ; ফান্কিহ্বুহুন্না বিইয্নি আহ্লিহিন্না ওয়া আ-তূহুন্না উজূরাহুন্না বিলমা'রূফি
সমান। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতি ক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে তাদের মহর, ন্যায় সংগতভাবে

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ

মুহ্স্বানা-তিন্ গাইরা মুসা-ফিহ্বা-তিওঁ ওয়া লা- মুত্তাখিযা-তি আখ্দা-ন ; ফাইযা~উহ্স্বিন্না ফাইন্
প্রদান কর, যারা হবে সচ্চরিত্রা, তারা ব্যভিচারিণী নয় অথবা গোপন অভিসারিণী নয়। যখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে

○ শানে নুযূল (আঃ ২৪) ঃ والمحصنت - আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বনু আওতাস গোত্রের এক স্ত্রীলোক দাসী হয়ে আমার অধিকারে আসে। সে মহিলার স্বামী ছিল। তার স্বামী থাকায় তার সাথে সহবাস করতে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘটনাটি বললাম, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ শানে নুযূল (আঃ ২৫) ঃ স্বাধীন পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহ করে সহবাস সুখ ভোগ করার পর যেনা করলে তাদের শাস্তি প্রস্তর মেরে হত্যা করা, আর অবিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে, একশত কোড়া মারতে হবে। ক্রীতদাস, দাসী যেনা করলে তাদের শাস্তি এর অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ কোড়া। (মুঃ কোঃ)

أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ

আতাইনা বিফা-হিশাতিন ফা'আলাইহিন্না নিস্ফু মা- 'আলাল্ মুহ্সানা-তি মিনাল্ 'আযা-ব ; যা-লিকা

বিবাহের পর যদি তারা কোন ব্যভিচার করে, তবে তাদের উপর স্বাধীনা স্ত্রীর অর্ধেক শাস্তি আরোপিত হবে। এটা তাদের জন্য যারা

৪ ع ৩ ১ রুকূ

لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

লিমান্ খাশিইয়াল্ 'আনাতা মিন্কুম ; ওয়া আন্ তাস্বিরূ খাইরুল্ লাকুম ; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম।

তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারের আশংকা করে। তবে ধৈর্য ধারণ করাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ ﴿٢٦﴾

২৬। ইউরীদুল্লা-হু লিইউবাইয়্যিনা লাকুম ওয়া ইয়াহ্দিয়াকুম সুনানাল্ লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম ওয়া ইয়াতূবা 'আলাইকুম ;

(২৬) আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট বর্ণনা করে দিতে চান এবং তোমাদের পূর্ববর্তী (নেক) লোকদের পথ তোমাদেরকে প্রদর্শন করতে এবং তোমাদের

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

ওয়াল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম। ২৭। ওয়াল্লা-হু ইউরীদু আই ইয়াতূবা 'আলাইকুম ; ওয়া ইউরীদুল্ লাযীনা ইয়াত্তাবি'উনাশ্

প্রতি কৃপা দৃষ্টি করতে চান, আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। (২৭) আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় যে,

الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٨﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ

শাহাওয়া-তি আন্ তামীলূ মাইলান্ 'আযীমা-। ২৮। ইউরীদুল্লা-হু আই ইউখাফ্ফিফা 'আনকুম,

তোমরা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। (২৮) আল্লাহ তোমাদের ভার হালকা করতে চান।

وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم

ওয়া খুলিক্বাল ইন্সা-নু দ্বা'ঈফা-। ২৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তা'কুলূ~আম্ওয়া-লাকুম্

এবং মানুষকে মূলত দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। (২৯) হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে

بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

বাইনাকুম্ বিল বা-ত্বিলি ইল্লা~আন্ তাকূনা তিজা-রাতান্ 'আন্ তারা-দ্বিম্ মিন্কুম্ ; ওয়া লা-তাক্বতুলূ~

গ্রাস করনা, কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা করতে পার। আর তোমরা নিজদেরকে হত্যা কর না।

أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٠﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا

আনফুসাকুম ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুম্ রাহীমা-। ৩০। ওয়া মাই ইয়াফ্'আল্ যা-লিকা 'উদ্ওয়া-নাওঁ ওয়া যুল্মান

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (৩০) আর যে কেউ সীমালংঘন করে ও অন্যায়ভাবে এ কাজ করবে, তাকে

فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣١﴾ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا

ফাসাওফা নুস্বলীহি না-রা- ; ওয়া কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা-। ৩১। ইন্ তাজ্তানিবূ কাবা—ইরা মা-

আমি অতিশীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করব। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (৩১) যদি তোমরা বিরত থাক সে সব কবীরা গুনাহ থেকে যা করতে তোমাদেরকে

تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم وندخلكم مدخلا كريما ﴿٣٢﴾ ولا تتمنوا ما

তুন্হাওনা 'আন্হু নুকাফ্ফির 'আন্কুম সাইয়িআ-তিকুম্ ওয়া নুদ্খিল্কুম্ মুদ্খালান্ কারীমা-। ৩২। ওয়ালা-তাতামান্নাও মা-
নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের সগীরা (লঘু) পাপগুলো মিটিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। (৩২) আর তোমরা এমন

فضل الله به بعضكم على بعض ط للرجال نصيب مما اكتسبوا ط

ফাদ্দ্বালাল্লা-হু বিহী বা'দ্বাকুম্ 'আলা- বা'দ্ব ; লির্রিজ্বা-লি নাস্বীবুম্ মিম্মাক্তাসাবূ ;
বিষয়ের আকাংঙ্ক্ষা করোনা যে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের কতকের উপর কতককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য সে

وللنساء نصيب مما اكتسبن ط وسئلوا الله من فضله ط ان الله كان بكل

ওয়া লিন্নিসা—ই নাস্বীবুম্ মিম্মাক্ তাসাব্না ; ওয়াস্ আলুল্লা-হা মিন্ ফাদ্বলিহ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুল্লি
অংশ যেটা তারা অর্জন করে এবং নারীদের জন্য সে অংশ যেটা তারা অর্জন করে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ

شيء عليما ﴿٣٣﴾ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدن والاقربون ط والذين

শাইইন্ 'আলীমা-। ৩৩। ওয়া লিকুল্লিন্ জ্বা'আল্না- মাওয়া-লিয়া মিম্মা- তারাকাল্ ওয়া-লিদা-নি ওয়াল্ আক্বরাবূন ; ওয়াল্ লাযীনা
সবকিছুই জানেন (৩৩) পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদের জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছি। আর

৫ ع ৮ ২ রুকূ عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ط ان الله كان على كل شيء شهيدا ٥

'আক্বাদাত্ আইমা-নুকুম্ ফাআ-তূহুম্ নাস্বীবাহুম ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা- কুল্লি শাইইন্ শাহীদা-।
তোমরা যাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছ তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সব ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছেন।

﴿٣٤﴾ الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا

৩৪। আর্রিজ্বা-লু ক্বাওয়্যা-মূনা 'আলান্ নিসা—ই বিমা- ফাদ্দ্বালাল্লা-হু বা'দ্বাহুম্ 'আলা- বা'দ্বিওঁ ওয়া বিমা~আন্ফাক্ব
(৩৪) পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ববান। কারণ আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (পুরুষরা) তাদের ধন-সম্পদ

من اموالهم ط فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله ط

মিন্ আম্ওয়া-লিহিম্ ; ফাস্ব স্বা-লিহা-তু ক্বা-নিতা-তুন্ হা-ফিজ্বা-তুল্ লিল্গাইবি বিমা- হাফিজ্বাল্লা-হ ;
ব্যয় করে। সুতরাং পূণ্যবতী নারীরা অনুগত হয় এবং আল্লাহ যা হেফাজাত করতে বলেছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তা তারা হেফাজত করে।

○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ একদল স্ত্রীলোক মহানবী (সা)-এর নিকট আরয করল যে, আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু স্ত্রীলোকদের কথা উল্লেখ করেন নি; এর কারণ কি? অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেন এবং স্ত্রীলোকদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। (আছবাবি নুযুল) ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ 'কাওয়্যাম' অথবা 'কাইয়্যিম' সে লোককে বলা হয় যে ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারসমূহ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনা করার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারী করার ও তার সকল প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। তিনটি কাজ একই সময়ে করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং এখানে অর্থ হচ্ছে ঃ স্ত্রীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা গেলে এই তিনটি পন্থায় চেষ্টা-তদবির করার অনুমতি আছে। অবশ্য এই চেষ্টা-তদবিরের ব্যাপারে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক হবে। যেখানে সহজ ও হালকা তদবিরে সংশোধন সম্ভব সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন উচিৎ হবে না। নবী করীম (সা) স্ত্রীদেরকে প্রহার করার অনুমতি যখনই দিয়েছেন, তা খুবই অনিচ্ছাসত্ত্বে। কিন্তু তবুও তিনি মারধরকে অপছন্দই করেছেন। ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ واضربوهن – সংশোধনের জন্য প্রথম (ভাল উপদেশ) ও দ্বিতীয় (শয্যা ত্যাগ) অবস্থা ফলপ্রসূ না হলে সর্বশেষ তৃতীয় ব্যবস্থা (প্রহার) গ্রহণ করা যায়। এগুলো তালাকের পূর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

ওয়াল্লা-তী তাখা-ফূনা নুশূযাহুন্না ফা'ইযূহুন্না ওয়াহ্জুরূহুন্না ফিল্ মাদ্বা-জি'ই
আর যে সব স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে ভাল উপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর ও তাদেরকে হালকা প্রহার

وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

ওয়াদ্বরিবূ হুন্ন ; ফাইন্ আত্বা'নাকুম ফালা- তাব্গূ 'আলাইহিন্না সাবীলা-; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলিইয়্যান্ কাবীরা-।
কর। এতে যদি তোমাদের অনুগত হয়; তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ তালাস করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুমহান, সর্ব শ্রেষ্ঠ।

﴿٣٥﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ

৩৫। ওয়া ইন্ খিফ্তুম্ শিক্বা-ক্বা বাইনিহিমা- ফাব্'আছূ হ্বাকামাম্ মিন্ আহ্লিহী ওয়া হ্বাকামাম্ মিন্ আহ্লিহা -;
(৩৫) যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক নির্ধারণ কর।

اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝

ইইঁইউরীদা~ইস্বলা-হ্বাঁ ইউওয়াফ্ফিক্বিল্লা-হু বাইনাহুমা-; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান খাবীরা-।
যদি তারা উভয়ে মীমাংসার ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।

﴿٣٦﴾ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى

৩৬। ওয়া'বুদুল্লা-হা ওয়া লা- তুশ্রিকূ বিহী শাইআওঁ ওয়া বিল্ ওয়া-লিদাইনি ইহ্সানাওঁ ওয়া বিযিল
(৩৬) আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতা,

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

ক্বুরবা- ওয়াল্ ইয়াতা-মা- ওয়াল্ মাসা-কীনি ওয়াল্জ্বারি যিলক্বুরবা- ওয়াল জ্বারিল জুনুবি
আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অসহায়, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী,

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

ওয়াস্ব স্বা-হ্বিবি বিল্ জ্বাম্বি ওয়াব্নিস্ সাবীলি ওয়া মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা
সহচর, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারে আছে এমন দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ﴿٣٧﴾ ۙ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ

লা-ইউহ্বিব্বু মান্ কা-না মুখ্তা-লান্ ফাখূরা ৩৭। নিল্ লাযীনা ইয়াব্খালূনা ওয়া ইয়া'মুরূনান্ না-সা
অহংকারী ও আত্মগর্বকারীকে ভালবাসেন না। (৩৭) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এর

بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا

বিল্ বুখ্লি ওয়া ইয়াক্তুমূনা মা~আ-তা-হুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ ; ওয়া আ'তাদ্না- লিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্
গোপন করে, যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত

مُّهِينًا ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

মুহীনা- । ৩৮ । ওয়াল্‌লাযীনা ইউন্‌ফিক্বূনা আম্‌ওয়া-লাহুম্ রিআ—আন্ না-সি ওয়া লা-ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি

করে রেখেছি। (৩৮) আর যারা তাদের ধন-সম্পদ লোকদেরকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ

وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٩﴾ وَمَاذَا

ওয়া লা-বিল্ ইয়াওমিল আ-খির ; ওয়া মাই ইয়াকুনিশ্ শাইত্বা-নু লাহূ ক্বারীনান্ ফাসা—আ ক্বারীনা- । ৩৯ । ওয়া মা- যা-

ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে না, আর শয়তান যার সঙ্গী হয়, সে কত নিকৃষ্ট সঙ্গী। (৩৯) তাদের

عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

'আলাইহিম্ লাও আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়া আন্‌ফাকূ মিম্মা- রাযাক্বাহুমুল্লা-হ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু

কি ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করত এবং আল্লাহ তাদের যা দান করেছেন তার থেকে কিছু ব্যয় করত। আর আল্লাহ তাদেরকে

بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ

৪ বিহিম্ 'আলীমা- । ৪০ । ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াজ্বলিমু মিছ্‌ক্বা-লা যার্‌রাহ, ওয়া ইন্ তাকু হ্বাসানাতাই ইয়ুদ্বা-'ইফ্‌হা- ওয়া ইউ'তি

ভাল করেই জানেন। (৪০) নিশ্চয় আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং যদি একটি নেক কাজ হয়, তবে তা তিনি দ্বিগুণ করে দেবেন এবং

مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ

মিল্ লাদুন্‌হু আজ্‌রান্ 'আযীমা- । ৪১ । ফাকাইফা ইযা- জ্বি'না- মিন্ কুল্লি উম্মাতিম্ বিশাহীদিঁও ওয়া জ্বি'না- বিকা

তাঁর পক্ষ হতে মহাপ্রতিদান প্রদান করবেন। (৪১) তখন তাদের কি অবস্থা হবে? যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকেও

عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤٢﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ

'আলা- হা~উলা—ই শাহীদা- । ৪২ । ইয়াওমাইযিঁই ইয়াওয়াদ্দুল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া 'আস্বাউর্ রাসূলা লাও তুছাওয়্যা-

তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব। (৪২) যারা কুফরী করেছিল এবং রাসূলের কথা অস্বীকার করেছিল সেদিন তারা কামনা করবে যে, যদি তারা

بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا

বিহিমুল্ আর্‌দ্ব ; ওয়া লা- ইয়াক্‌তুমূনাল্লা-হা হাদীছা- । ৪৩ । ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্বরাবুস্

যমীনের সাথে মিশে যেত! আর আল্লাহ থেকে তারা কোন বিষয়ই গোপন করতে পারবে না। (৪৩) হে মুমিনগণ! তোমরা

الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

স্বালা-তা ওয়া আন্‌তুম্ সুকা-রা- হ্বাত্তা- তা'লামূ মা- তাক্বূলূনা ওয়া লা- জুনুবান ইল্‌লা- 'আবিরী সাবীলিন্

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, মুসাফেরী অবস্থা ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায়ও যেওনা-

৪ ওয়াক্‌ফুন্ নবী (আঃ) ৬ (৬) ৭ রুকূ

○ শানে নুযূল (আঃ ৪৩) ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ঃ একদা হযরত আলী (রা) একদল সাহাবীসহ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা) বাড়ীতে ছিলেন। সকলে সেখানে আহার করলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রা) তাদের জন্য মদ আনলেন। তাঁরা মদ পান করলেন। এটা ছিল মদ পান হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। সকলে হযরত আলীকে (রা) ইমাম বানালেন। তিনি নামাযে সূরা কাফিরুন পড়লেন। তবে তা তিনি যথাযথভাবে পড়তে পারলেন না। এতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ

হাত্তা- তাগ্তাসিলূ ; ওয়া ইন্ কুন্তুম্ মার্দ্বা~আও 'আলা- সাফারিন্ আও জা—আ আহ্বাদুম্ মিন্কুম মিনাল্ গা—ইত্বি

যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্রাব-পায়খানা

اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ

আও লা-মাস্তুমুন নিসা—আ ফালাম্ তাজ্বিদূ মা—আন্ ফাতাইয়াম্মামূ স্বা'ঈদান্ ত্বাইয়্যিবান্ ফামসাহূ বিউজূহিকুম্

থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ করে থাক এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে অর্থাৎ নিজেদের মুখ

وَاَيْدِيْكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝۴۳ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا

ওয়া আইদীকুম ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আফুওওয়ান্ গাফূরা-। ৪৪। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা উতূ নাস্বীবাম্

ও হাতে তা মুছবে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল। (৪৪) তোমরা কি তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে কিতাবের

مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۝۴۴ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

মিনাল্ কিতা-বি ইয়াশ্তারূনাদ্ দ্বালা-লাতা ওয়া ইউরীদূনা আন্ তাদ্বিলূস্ সাবীল। ৪৫। ওয়াল্লা-হু আ'লামু

কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল অথচ তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে নেয় এবং তারা চায় যে তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। (৪৫) আর আল্লাহ

بِاَعْدَاۗىِٕكُمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝۴۵ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا

বিআ'দা—ইকুম্; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়ালিইয়্যাওঁ ওয়া কাফা- বিল্লা-হি নাস্বীরা-। ৪৬। মিনাল্ লাযীনা হা-দূ

তোমাদের শত্রুদেরকে ভাল করেই জানেন। আল্লাহ অভিভাবক হিসেবে এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ যথেষ্ট। (৪৬) ইয়াহুদীদের মধ্যে কতক

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ

ইউহাররিফূনাল্ কালিমা 'আম্ মাওয়া-দ্বি'ইহী ওয়া ইয়াকূলূনা সামি'না- ওয়া 'আস্বাইনা- ওয়াস্মা' গাইরা মুস্মা'ইওঁ

লোক বাক্যকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করে দেয় এবং বলে, আমরা "শোনলাম" ও "অমান্য করলাম" এবং আরও বলে, "তোমরা শোন না শোনার মত"।

وَّرَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

ওয়া রা-'ইনা- লাইয়্যাম্ বিআল্সিনাতিহিম্ ওয়া ত্বা'নান্ ফিদ্ দীন ; ওয়া লাও আন্নাহুম্ ক্বা-লূ সামি'না ওয়া আত্বা'না-

এবং তাদের জিহ্বা বিকৃত করে 'রায়িনা' বলে (ডাকে) এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। আর যদি তারা বলত, আমরা শোনলাম ও মেনে নিলাম এবং

وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ

ওয়াস্মা' ওয়ান্জুরনা- লাকা-না খাইরাল্ লাহুম্ ওয়া আক্বওয়ামা ওয়ালা-কিল্ লা'আনাহুমুল্লা-হু বিকুফরিহিম্

শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তবে তা তাদের জন্য উত্তম এবং সংগত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য তাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন।

○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ এই শব্দগুলি দ্ব্যর্থবোধক। سمعنا وعصينا এর ভাল অর্থ– "আমরা আপনার আদেশ শুনেছি, যারা আপনার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেয় তাদের কথা মানি না।' অসঙ্গতঃ অর্থ– "আমরা আপনার আদেশ শুনেছি, তবে মানব না।' اسمع غير مسمع -এর ভাল অর্থ, "আপনার মতবিরোধী কথা আপনাকে শুনান না হোক। আপনি যা কিছু বলেন, তদুত্তরে সকলেই যেন আপনার সপক্ষে বলে।" কদর্থ, "আপনাকে কোন ভাল কথা শুনান না হোক। আপনার কথার বিরূপ উত্তরই আপনার কর্ণ গোচর হোক। راعنا শব্দের ভাল অর্থ, "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।' এর কদর্থ, ইহুদীদের ভাষায় একটি গালি। কাফের ও ইহুদীরা এসকল শব্দের কদর্থই গ্রহণ করত।

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا

ফালা- ইয়ু'মিনূনা ইল্লা- ক্বালীলা-। ৪৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা আ-মিনূ বিমা- নাযযাল্না-

অতএব তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া ঈমান আনবে না। (৪৭) ওহে! যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। তোমরা ঈমান আন আমি যা কিছু অবতীর্ণ করেছি তার উপর,

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ

মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- মা'আকুম্ মিন্ ক্বাব্লি আন্ নাত্বমিসা উজূহান্ ফানারুদ্দাহা- 'আলা~আদ্বা-রিহা~আও

যা সত্যায়ন করে তোমাদের নিকট যা আছে তার। ঈমান আন (এ অবস্থা হওয়ার) পূর্বে যে, আমি (তোমাদের) চেহারা মিটিয়ে দিয়ে সেগুলো ঘুরিয়ে দেই পেছনের

نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٨﴾ إِنَّ اللَّهَ

নাল'আনাহুম কামা- লা'আন্না~আস্বহা-বাস্সাব্ত ; ওয়া কা-না আম্রুল্লা-হি মাফ্'উলা-। ৪৮। ইন্নাল্লা-হা

দিকে। অথবা আস্হাবুস ছাবতকে যে ভাবে লা'নত করেছিলাম সেভাবে লা'নত করি। আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর হয়েই থাকে। (৪৮) নিশ্চয় আল্লাহ

لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ

লা-ইয়াগ্ফিরু আঁই ইউশ্রাকা বিহী ওয়া ইয়াগ্ফিরু মা-দূনা যা-লিকা লিমাঁই ইয়াশা—উ, ওয়া মাঁই ইয়ুশ্রিক বিল্লা-হি

তাঁর সাথে শরীক করার গোনাহ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক

فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ

ফাক্বাদিফ্তারা~ইছ্মান্ 'আযীমা-। ৪৯। আলাম তারা ইলাল্ লাযীনা ইউযাক্কূনা আন্ফুসাহুম্ ; বাল্লিল্লা-হু

করে সে নিঃসন্দেহে গুরুতর পাপ করে। (৪৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি? যারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে; অথচ আল্লাহ

يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٥٠﴾ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ

ইউযাক্কী মাঁই ইয়াশা—উ ওয়া লা- ইউযলামূনা ফাতীলা-। ৫০। উন্যুর কাইফা ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিবা,

যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর তাদের উপর সূতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (৫০) দেখুন! তারা কেমনভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ বানিয়ে বলে?

৭ ع ৪ রুকূ

وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ

ওয়া কাফা- বিহী~ইছ্মাম্ মুবীনা-। ৫১। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা উতূ নাস্বীবাম্ মিনাল্ কিতা-বি ইউ'মিনূনা

আর তাদের প্রকাশ্য পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। (৫১) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি? যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা বিশ্বাস করে

بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ

বিল্ জিব্তি ওয়াত্ব ত্বা-গূতি ওয়া ইয়াক্বূলূনা লিল্লাযীনা কাফারূ হা~উলা—ই আহ্দা- মিনাল্

জিব্ত (মূর্তি) ও তাগুত (শয়তান)-কে এবং তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে যে, এরা মুমিনদের চেয়ে অধিকতর

الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ

লাযীনা আ-মানূ সাবীলা-। ৫২। উলা—ইকাল্ লাযীনা লা'আনাহুমুল্লা-হ ; ওয়া মাঁই ইয়াল্'আনিল্লা-হু

সঠিক পথে রয়েছে। (৫২) এরাই সে সকল লোক যাদের উপর আল্লাহ লা'নত দিয়েছেন। আর আল্লাহ যাদেরকে লা'নত দেন আপনি তাদের কোন

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٣﴾ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا

ফালান্ তাজিদা লাহূ নাস্বীরা- । ৫৩ । আম্ লাহুম্ নাস্বীবুম্ মিনাল্ মুল্কি ফাইযাল্ লা-ইউ'তূনান্ না-সা নাক্বীরা ।

সাহায্যকারী পাবেন না। (৫৩) তবে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ আছে? তবে তো তারা লোকদেরকে তিল পরিমাণও দিবে না।

﴿٥٤﴾ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ

৫৪ । আম্ ইয়াহ্সুদূনান্ না-সা 'আলা মা~আ-তা- হুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ্, ফাক্বাদ্ আ-তাইনা~আ-লা

(৫৪) অথবা আল্লাহ নিজ কৃপায় মানুষকে যা দান করেছেন, সেজন্য কি তারা তাদেরকে হিংসা করে? নিশ্চয় আমি

اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٥﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ

ইব্রা-হীমাল্ কিতা-বা ওয়াল্ হিক্মাতা ওয়া আ-তাইনা-হুম্ মুল্কান্ 'আযীমা- । ৫৫ । ফামিন্হুম্ মান্ আ-মানা বিহী ওয়া মিন্হুম্

ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে প্রদান করেছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য। (৫৫) এরপর তাদের কতকে তার উপর ঈমান

مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ

মান্ স্বাদ্দা 'আনহ ; ওয়া কাফা- বিজাহান্নামা সা'ঈরা- । ৫৬ । ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা- সাওফা

এনেছিল এবং কতকে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর জাহান্নামের আগুনই (তাদের শাস্তির জন্য) যথেষ্ট। (৫৬) যারা আমার আয়াতগুলো অবিশ্বাস

نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا

নুস্বলীহিম্ না-রা ; কুল্লামা- নাদ্বিজ্বাত্ জ্বলূদুহুম্ বাদ্দাল্না-হুম জ্বলূদান্ গাইরাহা- লিইয়াযূক্বল্

করেছে, শীঘ্রই আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। যখনই তাদের চামড়াগুলো দগ্ধীভূত হবে, তখনই তাদেরকে নতুন চামড়া বদলিয়ে দেব। যেন তারা

الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

'আযা-ব ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আযীযান হাকীমা- । ৫৭ । ওয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি

আযাবের আস্বাদ পায়। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে আমি

سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ

সানুদ্খিলুহুম্ জান্না-তিন তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা ; লাহুম্ ফীহা~

শীঘ্রই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তাদের জন্য

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا

আয্ওয়া-জুম মুত্বাহ্হারাতুওঁ ওয়া নুদ্খিলুহুম যিল্লান্ যালীলা- । ৫৮ । ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরুকুম্ আন্ তুআদ্দুল্

রয়েছে পাক-পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং আমি তাদেরকে ঘন ছায়ায় প্রবেশ করাব। (৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ

○ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ كلما نضجت ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমরের (রা) সামনে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।
. كلما نضجت جلودهم بدلنهم جلودا غيرها – হযরত উমর (রা) বললেন, উক্ত আয়াত আবার পড়। সে পুনরায় পড়ল। তখন মাআয ইবনে জাবাল (রা) বললেন, এ আয়াতের তাফসীর আমার জানা আছে। প্রতি ঘন্টায় তাদের চামড়া একশত বার পরিববর্তিত হবে। হযরত উমর (রা) বললেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট হতে আমিও এরূপ শুনেছি। (তাঃ ইবনে কাছীর)

○ টীকা (আঃ ৫৭) ঃ ظلا ظليلا ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে। কোন বাহনের আরোহী উহার ছায়ায় একশত বছর পরিভ্রমণ করলেও সে উহা অতিক্রম করতে পারবে না। উক্ত বৃক্ষের নাম شجرة الخلد অর্থাৎ স্থায়ীত্বের বৃক্ষ।

الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ

আমা-না-তি ইলা~আহ্লিহা- ওয়া ইযা- হাকাম্তুম্ বাইনান্ না-সি আন্ তাহ্কুমূ বিল্ 'আদ্ল ;
দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকে তার প্রাপকের নিকট প্রত্যার্পন কর। যখন তোমরা লোকদের মাঝে বিচার ফয়সালা কর তখন ন্যায়ের সাথে বিচার কর।

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿৫৯﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

ইন্নাল্লা-হা নি'ইম্মা-ইয়া'ইযুকুম্ বিহ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না সামী'আম বাস্বীরা-।৫৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ

আত্বী'উল্লা-হা ওয়া আত্বী'উর্ রাসূলা ওয়া উলিল্ আম্রি মিন্কুম্, ফাইন্ তানা-যা'তুম্ ফী
আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার (ন্যায়বান) নেতৃবৃন্দের। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে

شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

শাইইন্ ফারুদ্দূহু ইলাল্লা-হি ওয়ার্ রাসূলি ইন্ কুন্তুম্ তু'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল্ ইয়াওমিল আ-খির ;
মতভেদ সৃষ্টি হয়; তা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ছেড়ে দাও, যদি তোমরা বিশ্বাস রাখ আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর।

৮ ع ৯ ৫ রুকূ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿৬০﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ

যা-লিকা খাইরুওঁ ওয়া আহ্সানু তা'ওয়ীলা-।৬০। আলাম তারা ইলাল্ লাযীনা ইয়ায্'উমূনা আন্নাহুম্ আ-মানূ বিমা~
এটাই হচ্ছে উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতম। (৬০) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি! যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে

اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ

উন্যিলা ইলাইকা ওয়ামা~উন্যিলা মিন্ ক্বাব্লিকা ইউরীদূনা আইঁ ইয়াতাহা-কামূ~ইলাত্বত্বা-গূতি
আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর। কিন্তু তারা শয়তানের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়।

وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ﴿١٠﴾

ওয়া ক্বাদ উমিরূ~আইঁ ইয়াক্ফুরূ বিহ; ওয়া ইউরীদুশ্ শাইত্বা-নু আইঁ ইউদ্বিল্লাহুম্ দ্বালা-লাম্ বা'ঈদা-।
অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাকে মান্য না করার জন্য। আর শয়তান তাদেরকে চরমভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।

✪ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ দু'জন মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হলে যদি একজন বলে, চল শরীঅত অনুযায়ী এর মীমাংসা হোক, তদুত্তরে অপর জন যদি বলে, আমি শরীঅত মানি না, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। (মুঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ৬০) ঃ জনৈক ইহুদীর সাথে জনৈক মুনাফিকের ঝগড়া হলে, ইহুদী মোহাম্মদ (সা)-কে সালিস মানল। সে জানত, ধর্ম বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন না। আর মুনাফেকের দাবী মিথ্যা ছিল, সে মনে করল, আমি বাইরে মুসলমান হলেও রাসূলুল্লাহর নিকট বাকচাতুরীতে কাজ হবে না। অপর দিকে কা'ব ইবনে আশরাফ একজন অসৎ ইহুদী সরদার, তাকে পক্ষে আনতে পারব, কাজেই সে কা'বকে সালিস মানল। অবশেষে উভয়েই হুযূর (সা)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হল এবং ইহুদীর জয় হল। মুনাফিক ইহাতে সন্তুষ্ট না হয়ে হযরত ওমর (রা)-এর নিকট গেল। সে ধারণা করেছিল ওমর (রা) আমার পক্ষেই রায় দিবেন। ইহুদী মনে করল, ওমর (রা) ন্যায়পরায়ণ। তিনি আমার পক্ষেই রায় দিবেন। কাজেই মুনাফিকের প্রস্তাবে সে সম্মত হয়ে হযরত ওমরের নিকট গেল এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল এবং এটাও বলল যে, হুযূর (সা) এর মীমাংসা করেছিলেন, কিন্তু এ ব্যক্তি মানে না। হযরত ওমর (রা) তৎক্ষণাৎ মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করে বললেন, নবীর মীমাংসা অমান্য করার এই শাস্তি। অনন্তর মুনাফিকের ওয়ারিসগণ হুযূর (সা)-এর খেদমতে গিয়ে বলল, এটা আপোষ মীমাংসার জন্যই ওমরের নিকট যাওয়া হয়েছিল, অনর্থক তিনি তাকে হত্যা করেছেন। কাজেই, আমরা হত্যার প্রতিশোধ চাই। এ আয়াতগুলোতে ঘটনার মূল তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

٦١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

৬১। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও ইলা-মা~আন্‌যালাল্লা-হু ওয়া ইলার্ রাসূলি রাআইতাল্
(৬১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেদিকে ও রাসূলের দিকে ফিরে এসো, তখন আপনি মুনাফিকদেরকে

الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ٦٢ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا

মুনা-ফিক্বীনা ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন্‌কা স্বুদূদা-। ৬২। ফাকাইফা ইযা~আস্বা-বাত্‌হুম্ মুস্বীবাতুম্ বিমা-
দেখবেন যে, ওরা আপনার কাছ থেকে একেবারে ফিরে যাচ্ছে। (৬২) তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন

قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا

ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম্ ছুম্মা জ্বা—উকা ইয়াহ্বলিফূনা বিল্লা-হি ইন্ আরাদ্‌না~ইল্‌লা~ইহ্‌সা-নাওঁ
বিপদ এসে পড়বে? তারপর তারা আপনার কাছে এসে, আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমাদের কল্যাণ এবং সদ্ভাব ছাড়া অন্য কোন

وَتَوْفِيقًا ٦٣ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

ওয়া তাওফীক্বা-। ৬৩। উলা—ইকাল্ লাযীনা ইয়া'লামুল্লা-হু মা-ফী ক্বুলূবিহিম্, ফাআ'রিদ্ব 'আন্‌হুম্
ইচ্ছা ছিল না। (৬৩) এরাই তারা, তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা বিশেষভাবে জানেন, অতএব আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন ও তাদেরকে

وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ٦٤ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ

ওয়া 'ইযুহুম্ ওয়াক্বুল্ লাহুম্ ফী~আন্‌ফুসিহিম্ ক্বাওলাম্ বালীগা-। ৬৪। ওয়া মা~আর্‌সাল্‌না- মির্ রাসূলিন্
সৎ উপদেশ দিতে থাকুন আর এমন সব কথা বলুন যা তাদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করে। (৬৪) আর আমি রাসূল প্রেরণ করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যেই যে,

إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

ইল্লা- লিইউত্বা-'আ বিইয্‌নিল্লা-হ ; ওয়া লাও আন্নাহুম্ ইয্ব যালামূ~আন্‌ফুসাহুম্ জ্বা—উকা ফাস্‌তাগ্‌ফারু
আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়। আর যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল তখন যদি তারা আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ٦٥ فَلَا وَرَبِّكَ

ল্লা-হা ওয়াস্‌তাগ্‌ফারা লাহুমুর রাসূলু লাওয়াজ্বাদুল্লা-হা তাওয়্যা-বার্ রাহীমা-। ৬৫। ফালা- ওয়া রাব্বিকা
করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু পেত। (৬৫) অতএব, আপনার রবের

لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ

লা-ইউ'মিনূনা হ্বাত্তা- ইউহ্বাক্‌কিমূকা ফীমা- শাজ্বারা বাইনাহুম্ ছুম্মা লা- ইয়াজ্বিদূ ফী~আন্‌ফুসিহিম্
শপথ, তারা কখনই মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আপনাকে তারা তাদের নিজেদের বিবাদের বিচারকের দায়িত্ব অর্পণ না করবে। তারপর আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٦ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا

হ্বারাজ্বাম্ মিম্মা- ক্বাদ্বাইতা ওয়া ইউসাল্লিমূ তাস্‌লীমা-। ৬৬। ওয়া লাও আন্না- কাতাব্‌না- 'আলাইহিম্ আনিক্বতুলূ~
তাদের অন্তরে কোন সংকীর্ণতা না থাকবে ও তা সর্বান্তকরণে মেনে নিবে। (৬৬) আর যদি আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর

أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا

আন্‌ফুসাকুম আওয়িখ্‌রুজূ মিন্ দিয়া-রিকুম্ মা- ফা'আলূহু ইল্‌লা- ক্বালীলুম্ মিন্‌হুম ; ওয়া লাও আন্নাহুম ফা'আলূ

বা নিজ ঘর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, তবে তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া কেউ তা পালন করত না। যে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল যদি তারা তদানুযায়ী

مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٧﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا

মা- ইউ'আয্‌ূনা বিহী লাকা-না খাইরাল্ লাহুম্ ওয়া আশাদ্দা তাছ্‌বীতা- । ৬৭ । ওয়া ইযাল্ লাআ-তাইনা-হুম্ মিল্‌লাদুন্না~

আমল করত, তবে অবশ্যই তাদের জন্য তা ভাল হত ও ঈমানকে অধিক দৃঢ়কারী হত। (৬৭) এবং এ অবস্থায় আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٩﴾ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

আজ্‌রান্ 'আযীমা- । ৬৮ । ওয়া লাহাদাইনা-হুম্ স্বিরা-ত্বাম্ মুস্‌তাক্বীমা- । ৬৯ । ওয়া মাই ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়ার্ রাসূলা

প্রদান করতাম (৬৮) এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালনা করতাম। (৬৯) আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

ফাউলা—ইকা মা'আল্ লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম মিনান্ নাবিয়্যীনা ওয়াস্ব স্বিদ্দীক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদা—ই

করে সে সেসব ব্যক্তিদের সংগী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ

وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

ওয়াস্ব স্বা-লিহ্বীন, ওয়া হ্বাসুনা উলা—ইকা রাফীক্বা- । ৭০ । যা-লিকাল্ ফাদ্বলু মিনাল্লা-হ ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি

ও নেককারগণ। আর এরাই হলেন সর্বোত্তম সহচর। (৭০) এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। আর সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই

রুকূ ৬ ৯

عَلِيمًا ﴿٧١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا

'আলীমা- । ৭১ । ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ খুযূ হ্বিয্‌রাকুম ফান্‌ফিরূ ছুবা-তিন্ আওয়িন্‌ফিরূ জ্বামী'আ- ।

যথেষ্ট। (৭১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা সর্তকতা অবলম্বন কর, অতঃপর (যুদ্ধে) বেরিয়ে পড় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অথবা বেরিয়ে পড় এক সংগে।

﴿٧٢﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ

৭২ । ওয়া ইন্না মিন্‌কুম্ লামাল্ লাইউবাত্তিআন্না, ফাইন্ আস্বা-বাত্‌কুম্ মুস্বীবাতুন্ ক্বা-লা ক্বাদ্ আন্'আমাল্লা-হু

(৭২) তোমাদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও আছে যারা অবশ্যই বিলম্ব করবে। যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে সে বলে- নিশ্চয় আল্লাহ

عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٣﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ

'আলাইয়্যা ইয্ লাম আকুম্ মা'আহুম্ শাহীদা- । ৭৩ । ওয়া লাইন্ আস্বা-বাকুম্ ফাদ্বলুম্ মিনাল্লা-হি লাইয়াকূলান্না

আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। (৭৩) আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ হলে, তারা এমনভাবে বলে যেন

كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ○

কাআল লাম্ তাকুম্ বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাহূ মাওয়াদ্দাতুই ইয়া-লাইতানী কুন্‌তু মা'আহুম্ ফাআফূযা ফাওযান্ 'আযীমা- ।

তোমাদের মধ্যে ও তার মধ্যে কোন বন্ধুত্বই ছিল না, (বলবে) হায়! আমিও যদি তাদের সাথে থাকতাম, তবে আমিও বিরাট সফলতা লাভ করতাম।

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ ﴿٧٤﴾

৭৪। ফাল্ইউক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হিল্ লাযীনা ইয়াশ্রূনাল্ হ্বায়া-তাদ্ দুন্ইয়া- বিল্ আ-খিরাহ ;
(৭৪) সুতরাং তাদের উচিত আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা, যারা আখেরাতের বিনিময় দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে।

وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

ওয়া মাইঁইউক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হি ফাইউক্বতাল্ আও ইয়াগ্লিব্ ফাসাওফা নু'তীহি আজ্রান্ 'আযীমা- ।
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে অতঃপর নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয়, তাকে আমি অতিশীঘ্রই মহাপ্রতিদান দান করব।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ﴿٧٥﴾

৭৫। ওয়া মা- লাকুম্ লা-তুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্ লা-হি ওয়াল্ মুস্তাদ্'আফীনা মিনার্ রিজ্বা-লি ওয়ান্ নিসা—ই
(৭৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর রাস্তায় এবং সেই অসহায় পুরুষ, নারী এবং

وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

ওয়াল্ ওয়িল্দা-নিল্ লাযীনা ইয়াকূলূনা রাব্বানা ~আখ্রিজ্না- মিন্ হা-যিহিল্ ক্বারইয়াতিয্ য্বা-লিমি
শিশুদের পক্ষে? যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের কর, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী।

أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۝

আহ্লুহা-, ওয়াজ্'আল্ লানা-মিল্ লাদুন্কা ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়াজ্'আল্ লানা- মিল্ লাদুন্কা নাস্বীরা- ।
আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ﴿٧٦﴾

৭৬। আল্লাযীনা আ-মানূ ইউক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হ্, ওয়াল্ লাযীনা কাফারূ ইউক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিত্
(৭৬) যারা মুমিন, তারা তো আল্লাহর পথেই যুদ্ধ করে। আর যারা কাফির তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব

الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ أَلَمْ

ত্বা-গূতি ফাক্বা-তিলূ ~আওলিয়া—আশ্ শাইত্বা-ন, ইন্না কাইদাশ্ শাইত্বা-নি কা-না দ্বা'ঈফা- । ৭৭। আলাম্
হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল। (৭৭) আপনি কি তাদেরকে

تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

তারা ইলাল্ লাযীনা ক্বীলা লাহুম্ কুফ্ফূ ~আইদিয়াকুম ওয়া আক্বীমুস্ স্বালা-তা ওয়া আ-তুয্ যাকা-হ,
দেখেন নি! যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাতসমূহ সংযত কর এবং সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।

✪ টীকা (আঃ ৭৪) ঃ অর্থাৎ, জেহাদে মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে মুনাফিকরা বলে, "আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়েছে, আমরা তাদের সঙ্গে ছিলাম না।" পক্ষান্তরে যদি মুসলমানগণ বিজয়ী হয়ে গনীমতের মাল প্রাপ্ত হন, তবে জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার জন্য আক্ষেপ করে, এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা কেবল স্বার্থের জন্যই নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৭৪) ঃ মক্কায় এরূপ বহু মুসলমান রয়ে গেলেন, যারা দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে হিজরত করতে সক্ষম হন নি। কাফিররা তাদেরকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিত, তারা মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ তাদের দো'আ কবুল করলেন, ফলতঃ মক্কা বিজয়ের ফলে তারা সকলেই শান্তি ও সম্মান লাভ করলেন। এ আয়াতে তারই বর্ণনা রয়েছে। (বঃ কোঃ)

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ

ফালাম্মা- কুতিবা 'আলাইহিমুল্ কি্তা-লু ইযা- ফারীক্বুম্ মিন্হুম্ ইয়াখ্শাওনান্ না-সা কাখাশ্ইয়াতিল্লা-হি

অনন্তর যখন তাদের প্রতি জেহাদ ফরয করা হল, তখন তাদের মধ্য হতে একদল, মানুষকে ভয় করতে লাগল, আল্লাহকে ভয় করার মত বরং তার

أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۖ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ

আও আশাদ্দা খাশ্ইয়াহ, ওয়া ক্বা-লূ রাব্বানা- লিমা কাতাব্তা 'আলাইনাল কি্তা-ল, লাওলা~আখ্খার্ তানা~ইলা~

চেয়েও অধিক ভয়। আর তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের উপর কেন জেহাদ ফরয করে দিলে? কেন আমাদেরকে কিছু দিনের জন্য

أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَلَا

আজ্বালিন্ ক্বারীব ; কুল্ মাতা-'উদ্ দুন্ইয়া- ক্বালীল, ওয়াল্ আ-খিরাতু খাইরুল্ লিমানিত্তাক্বা-, ওয়া লা-

অবকাশ দিলে না? আপনি বলে দিন, দুনিয়ার ফায়েদা স্বল্পকালের জন্য আর পরকাল ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যে পরযেহগার। তোমরা তিল

تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٨﴾ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ

তুয্লামূনা ফাতীলা-। ৭৮। আইনা মা-তাকূনূ ইউদ্রিক্কুমুল্ মাওতু ওয়া লাও কুন্তুম্ ফী বুরূজ্বিম্

পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের পেয়ে যাবেই। এমন কি তোমরা সুদৃঢ়

مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ

মুশাইয়্যাদাহ ; ওয়া ইন্ তুস্বিব্হুম্ হ্বাসানাতুই ইয়াক্বূলূ হা-যিহী মিন্ 'ইন্দিল্লা-হ্, ওয়া ইন্ তুস্বিব্হুম

দুর্গের মধ্যেও থাক না কেন। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ ঘটে তখন তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোন অকল্যাণ ঘটলে তখন

سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ

সাইয়্যিআতুই ইয়াক্বূলূ হা-যিহী মিন্ 'ইন্দিক ; কুল্ কুল্লুম্ মিন 'ইন্দিল্লা-হ ; ফামা-লি হা~উলা—ইল্

তারা বলে, এটা আপনার নিকট থেকে হয়েছে। আপনি বলে দিন, সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। এ সম্প্রদায়ের কি হল যে,

الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٩﴾ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا

ক্বাওমি লা-ইয়াকা-দূনা ইয়াফ্ক্বাহূনা হ্বাদীছা-। ৭৯। মা~আস্বা-বাকা মিন হ্বাসানাতিন্ ফামিনাল্লা-হ্; ওয়ামা~

এরা কোন কথা বোঝার কাছেও যায় না। (৭৯) যে কল্যাণ আপনার উপর পৌছে তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আপনার

أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

আস্বা-বাকা মিন্ সাইয়্যিআতিন্ ফামিন্ নাফ্সিক; ওয়া আরসাল্না-কা লিন্না-সি রাসূলা ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি

উপর যে অকল্যাণ পৌছে তা হয় আপনার নিজের কারণে। আমি আপনাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে

○ টীকা (আঃ ৭৮) ঃ কেননা, কেউ কুফরীমূলক বিরোধিতা করলে পারলৌকিক ভোগ-বিলাস তো তার ভাগ্যে বিন্দু মাত্রও হবে না। পক্ষান্তরে, ঈমানদার ব্যক্তি পাপাচারী হলে মাত্র উচ্চস্তরের ভোগ-বিলাস হতে বঞ্চিত হবে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৭৯) ঃ মুনাফিকরা হুযূর (সা)-এর কোন কৃতীত্ব স্বীকার করত না। হুযূর (সা)-এর পরিচালনার ফলে যুদ্ধে জয়লাভ এবং গনীমতের মাল হস্তগত হলে তারা বলত, এটা আল্লাহর তরফ হতে হয়েছে। আর পরাজয় হলে বলত, হুযূর (সা)-এর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য হয়েছে। আল্লাহ বলেন, জয় পরাজয় সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। পয়গম্বর আল্লাহর তরফ হতে ইঙ্গিত পেয়ে তদবীর করেন। কাজেই, এতে কোন ভুল হয় না। পরাজয়কে পরাজয় মনে করো না। তা তোমাদের কর্মফল। আলোচ্য আয়াতে এটাই বলা হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

شَهِيدًا ﴿٨٠﴾ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

শাহীদা- । ৮০। মাই ইউত্বি'ইর্ রাসূলা ফাক্বাদ্ আত্বা-'আল্লা-হ্, ওয়া মান্ তাওয়াল্লা- ফামা~আরসাল্না-কা 'আলাইহিম্
যথেষ্ট। (৮০) যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো তার উপর আপনাকে রক্ষক হিসেবে

حَفِيظًا ﴿٨١﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

হ্বাফীযা- । ৮১। ওয়া ইয়াক্বূলূনা ত্বা'আতুন্ ফাইযা- বারাযূ মিন্ 'ইন্দিকা বাইয়্যাতা ত্বা—ইফাতুম্ মিন্হুম্
প্রেরণ করিনি। (৮১) তারা বলে, আমরা আপনার অনুগত। অনন্তর যখন তারা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়, তখন রাতের বেলা তাদের একদল পরামর্শ করে,

غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

গাইরাল্লাযী তাক্বূল ; ওয়াল্লা-হু ইয়াক্তুবু মা-ইউবায়্যিতূন, ফাআ'রিদ্ব 'আন্হুম্ ওয়া তাওয়াক্কাল্
যা আপনার সাথে বলেছিল তার বিপরীতে। তারা রাতে যা পরামর্শ করে, আল্লাহ তা লিখে রাখেন। অতএব আপনি তাদের থেকে দূরে থাকুন এবং

عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨٢﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ

'আলাল্লা-হ্ ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়াকীলা- । ৮২। আফালা- ইয়াতাদাব্বারূনাল্ কুরআ-ন ; ওয়া লাও কা-না মিন্
আল্লাহর প্রতি ভরসা করুন। আল্লাহই ব্যবস্থাপক হিসেবে যথেষ্ট। (৮২) তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য

عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٣﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ

'ইন্দি গাইরিল্লা-হি লাওয়াজ্বাদূ ফীহিখ্ তিলা-ফান্ কাছীরা- । ৮৩। ওয়া ইযা- জ্বা—আহুম্ আম্রুম্ মিনাল্ আম্নি
কারো হত, তবে অবশ্যই এর মধ্যে তারা বহু পার্থক্য পেতে। (৮৩) যখন শান্তি বা ভয়ের কোন বিষয় তাদের কাছে আসে, তখন

أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

আওয়িল খাওফি আযা-'উ বিহ্ ; ওয়ালাও রাদ্দূহু ইলার্ রাসূলি ওয়া ইলা~উলিল্আম্রি মিন্হুম্
তারা তা প্রচার করে দেয়। আর যদি তারা সেটা রাসূলের বা তাদের মধ্যে যারা সর্দার তাদের কাছে নিয়ে আসত, তবে তাদের

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ

লা'আলিমাহুল্ লাযীনা ইয়াস্তাম্বিত্বনাহূ মিন্হুম্ ; ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম্ ওয়া রাহ্মাতুহূ লাত্তাবা'তুমুশ্
মধ্যে যারা তত্ত্ব অনুসন্ধান করে তারা সত্যতা যাচাই করতে পারত। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা

الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٤﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

শাইত্বা-না ইল্লা- ক্বালীলা- । ৮৪। ফাক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হ্, লা-তুকাল্ফু ইল্লা- নাফ্সাকা
সকলে শয়তানের অনুসরণ করতে। (৮৪) অতএব আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন, আপনাকে শুধু আপনার নিজের ব্যাপারেই

O টীকা (আঃ ৮১) ঃ এ আয়াতে মুনাফিকদের আচরণের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ কপটাচারীদের কথা ও কাজের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তারা নিজেদের সুবিধা ও সুযোগ বুঝে কাজ করে থাকে। যখনই কোন স্বার্থ রক্ষার জন্য ছলনা বা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া দরকার বলে তারা মনে করে, তখনই তারা মিথ্যার আশ্রয়ে আত্মসমর্পণ করে বসে। এই কপটতা তাদেরকে অন্যান্য পাপ কার্যের প্রতিও অনুপ্রাণিত করে। ফলে ছোট হোক বড় হোক, এমন কোন অসৎ কাজ বা আচরণ হতে তারা বিরত থাকে না, যা দ্বারা স্বার্থ রক্ষা করা যায়। এই মুনাফিকদের নমুনা 'কচ্ছপ'-এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যখন সুযোগ হয়, তখনই এটা মাথার বের করে সদম্ভে চলতে থাকে। আবার বিপদ দেখলে মাথা ভেতরে লুকিয়ে ফেলে।

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ

ওয়া হাররিদ্বিল্ মু'মিনীন, 'আসাল্লা-হু আইঁইয়াকুফ্ফা বা'সাল্ লাযীনা কাফারূ ; ওয়াল্লা-হু

দায়ী করা হবে। আর মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন। শীঘ্রই আল্লাহ রহিত করে দিবেন কাফিরদের শক্তি। আর আল্লাহ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٥﴾ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ

আশাদ্দু বা'সাওঁ ওয়া আশাদ্দু তান্কীলা-। ৮৫। মাইঁ ইয়াশ্ফা' শাফা-'আতান্ হ্বাসানাতাইঁ ইয়াকুল্ লাহূ নাস্বীবুম মিন্হা-,

শক্তিতে সুদৃঢ় ও শাস্তিদানে কঠোর। (৮৫) কেউ ভাল কাজের সুপারিশ করলে সেও তার থেকে একটি অংশ পাবে।

وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ

ওয়া মাইঁ ইয়াশ্ফা' শাফা-'আতান্ সাইয়্যিইঁআতাঁই ইয়াকুল্ লাহূ কিফ্লুম্ মিন্হা-; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা-

এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তা থেকেও তার জন্য একটি অংশ থাকবে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তি

كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٦﴾ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ

◐ প্রথমাংশ

কুল্লি শাইইম্ মুক্বীতা-। ৮৬। ওয়া ইযা- হুইয়্যীতুম্ বিতাহ্বিইয়্যাতিন্ ফাহ্বাইয়্যু বিআহ্সানা মিন্হা~আও রুদ্দূহা-; ইন্নাল্লা-হা

রাখেন। (৮৬) আর যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম করে, তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম (শব্দ দ্বারা) সালাম কর। অথবা অনুরূপ (শব্দই) উত্তরে বলবে।

كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

কা-না 'আলা- কুল্লি শাইইন হ্বাসীবা-। ৮৭। আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ; লাইয়াজ্মা'আন্নাকুম ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি

আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহ এমন যে, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয় তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সমবেত করবেন।

১১ ع ৮ রুকূ

لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٨﴾ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ

লা-রাইবা ফীহ ; ওয়া মান্ আস্বদাকু মিনাল্লা-হি হ্বাদীছা-। ৮৮। ফামা- লাকুম্ ফিল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিআতাইনি

এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কে অধিক সত্যবাদী? (৮৮) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু' দল হয়ে গেলে?

وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ

ওয়াল্লা-হু আর্কাসাহুম বিমা- কাসাবূ ; আতুরীদূনা আন্ তাহ্দূ মান্ আদ্বাল্লাল্লা-হ ;

অথচ আল্লাহ তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের কারণে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও?

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٩﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا

ওয়া মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালান্ তাজিদা লাহূ সাবীলা-। ৮৯। ওয়াদ্দূ লাও তাক্ফুরূনা কামা- কাফারূ

আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার জন্য পথ পাবে না। (৮৯) তারা আন্তরিকভাবে কামনা করে যে, তোমরাও সেরূপ কুফরী কর যেরূপ তারা কুফরী করেছে।

✪ শানে নুযূল (আঃ ৮৮) ঃ কতিপয় কাফের মক্কা হতে মদীনায় এসে বলল যে, আমরা মুসলিম মুহাজির। অতঃপর বাণিজ্যের ভান করে মক্কায় ফিরে যায়, পুনঃ আর প্রত্যাবর্তন করে না। মুসলমানদের কেউ তাদেরকে কাফির বলল, আর কেউ মু'মিন বলল। এ আয়াতে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে হত্যার আদেশ হয়েছে। (বঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৮৯) ঃ সুরাকা ইবনে মালেক মুদ্লেজী বদর ওহুদের ঘটনার পর হুযূর (সা)-এর খেদমতে এসে বলল, আমাদের সাথে সন্ধি করুন। হুযূর (সা) সন্ধির উদ্দেশ্যে হযরত খালেদকে তথায় প্রেরণ করলেন। এই শর্তে সন্ধি হল যে, "তারা মুসলমানদের প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে না। কুরাইশ কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের সম্মিলিত সমস্ত সম্প্রদায় তাদের এই চুক্তিতে শরীক থাকবে। এ সম্বন্ধে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ط

ফাতাকূনূনা সাওয়া—আন্ ফালা- তাত্তাখিযূ মিন্হুম্ আওলিয়া—আ হ্াত্তা- ইউহা-জিরূ ফী সাবীলিল্লা-হ ;
যাতে তোমরাও তারা এক সমান হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ص ولا تتخذوا

ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাখ্যূহুম ওয়াক্বতুলূহুম হ্াইছু ওয়াজ্বাদ্তুমূহুম, ওয়া লা- তাত্তাখিযূ
করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং হত্যা কর, যেখানেই পাবে এবং তাদের কাউকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী

منهم وليا ولا نصيرا ۝٨٩ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم

মিন্হুম্ ওয়ালিয়্যাও ওয়া লা-নাস্বীরা- । ৯০ । ইল্লাল্ লাযীনা ইয়াস্বিলূনা ইলা- ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাহুম্
হিসেবে গ্রহণ কর না। (৯০) তবে তারা ব্যতীত, যারা এমন এক কওমের সাথে মিশে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ অথবা যারা তোমাদের কাছে এভাবে

ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا

মীছা-ক্বুন্ আও জ্বা—উকুম্ হ্াস্বিরাত্ স্বদূরুহুম্ আই ইউক্বা-তিলূকুম, আও ইউক্বাতিলূ
আসে যে, যাদের অন্তর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অথবা স্বীয় কওমের সাথে যুদ্ধ করতে সংকোচ বোধ করে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের

قومهم ط ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقتلوكم ج فإن اعتزلوكم

ক্বাওমাহুম ; ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লা সাল্লাত্বাহুম্ 'আলাইকুম্ ফালাক্বা-তালূকুম, ফাইনি'তাযালূকুম্
উপর তাদেরকে শক্তিশালী করে দিতেন। অনন্তর তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতএব, তারা যদি তোমাদের থেকে সরে থাকে, তোমাদের

فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ۝

ফালাম্ ইউক্বা-তিলূকুম ওয়া আল্ক্বাও ইলাইকুমুস্ সালামা ফামা- জ্বা'আল্লা-হু লাকুম্ 'আলাইহিম সাবীলা- ।
সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিপক্ষে কোন ব্যবস্থা নেয়ার পথ (অনুমতি) দেননি।

٩١ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ط

৯১। সাতাজ্বিদূনা আ-খারীনা ইউরীদূনা আই ইয়া'মানূকুম্ ওয়া ইয়া'মানূ ক্বাওমাহুম ;
(৯১) নিশ্চয় তোমরা এমন কতক লোক পাবে, যারা তোমাদের কাছে এবং স্বীয় কওমের কাছে নিরাপদে থাকতে ইচ্ছা করে।

كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ج فإن لم يعتزلوكم ويلقوا

কুল্লামা- রুদ্দূ~ইলাল্ ফিত্নাতি উর্কিসূ ফীহা-, ফাইল্লাম্ ইয়া'তাযিলূকুম্ ওয়া ইউল্ক্বূ~
যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে মনোনিবেশ করানো হয়, তখনই তারা তাতে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের

○ টীকা (আঃ ৯১) ঃ অর্থাৎ, বাহ্যিক মেলা-মেশার দরুন তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে রেহাই দিও না। কিন্তু দু'অবস্থায় ঃ (ক) তোমাদের সাথে সন্ধি ভুক্ত লোকদের সাথে যাদের চুক্তি রয়েছে। (খ) যুদ্ধে অপরাগ হয়ে যারা তোমাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেছে যে, না নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে তোমাদের সাথে সংগ্রাম করবে; না তোমাদের পক্ষে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদি তারা উভয় শর্ত রক্ষা করে, তবে তা খোদার অনুগ্রহ মনে করবে। ○ টীকা (আঃ ৯১) ঃ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, অতঃপর যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন করে, তবে তাদেরকে বিনা দ্বিধায় হত্যা কর। কেননা, তারা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছে।

إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

ইলাইকুমুস্সালামা ওয়া ইয়াকুফ্ফূ~আইদিয়াহুম্ ফাখুযূহুম্ ওয়াক্বতুলূহুম্ হ্বাইছু
কাছে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ না করে ও তাদের হাত নিবৃত্ত না রাখে, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানেই

১২ ৪ ৯ রুকু

ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩١﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ

ছাক্বিফ্তুমূহুম ; ওয়া উলা—ইকুম জ্বা'আল্না- লাকুম্ 'আলাইহিম সুলত্বা-নাম্ মুবীনা-। ৯২। ওয়া মা- কা-না লিমু'মিনিন্
পাও তাদেরকে হত্যা কর। আমি তোমাদেরকে তাদের উপর স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। (৯২) কোন মুমিনের জন্য ঠিক হবে না,

أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

আঁই ইয়াক্বতুলা মু'মিনান্ ইল্লা- খাত্বাআ-, ওয়া মান্ ক্বাতালা মু'মিনান্ খাত্বাআন্ ফাতাহ্রীরু রাক্বাবাতিম মু'মিনাতিওঁ
কোন মুমিনকে হত্যা করা, তবে যদি ভুলক্রমে করে সেটা ভিন্ন কথা। যদি কেউ কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে সে একজন মুসলমান গোলাম

وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ

ওয়া দিয়াতুম্ মুসাল্লামাতুন্ ইলা~আহ্লিহী~ইল্লা~আঁই ইয়াস্স্বাদ্দাক্বূ ; ফাইন্ কা-না মিন ক্বাওমিন্ 'আদুওয়িল্ লাকুম
আযাদ করবে এবং তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ দান করবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয়; তা ভিন্ন কথা। আর যদি সে তোমাদের শত্রু দলের হয়

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফাতাহ্রীরু রাক্বাবাতিম্ মু'মিনাহ ; ওয়া ইন্ কা-না মিন্ ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ ওয়া বাইনাহুম্
অথচ সে ঈমানদার। তবে একজন মুসলিম গোলাম আযাদ করে দিবে। আর যদি সে এমন কওমের হয়, যাদের ও তোমাদের

مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

মীছা-কুন্ ফাদিয়াতুম্ মুসাল্লামাতুন্ ইলা~আহ্লিহী ওয়া তাহ্রীরু রাক্বাবাতিম্ মু'মিনাহ, ফামাল্লাম্ ইয়াজ্বিদ্
মাঝে অংগীকারাবদ্ধ, তবে তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ দান করবে ও একটি মুসলিম গোলাম আযাদ করবে। আর সে যদি তা

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

ফাস্বিয়া-মু শাহ্রাইনি মুতাতা-বি'আইনি তাওবাতাম্ মিনাল্লা-হ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান হ্বাকীমা-।
না পায় তবে দু' মাস রোযা রাখবে একই সাথে, আল্লাহর কাছে তওবার জন্য। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

﴿٩٣﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

৯৩। ওয়া মাই ইয়াক্বতুল্ মু'মিনাম মুতা'আম্মিদান্ ফাজ্বাযা—উহূ জ্বাহান্নামু খা-লিদান ফীহা- ওয়া গাদ্বিবাল্লা-হু
(৯৩) আর কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে। তার উপর আল্লাহ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ

'আলাইহি ওয়া লা'আনাহূ ওয়া আ'আদ্দা লাহূ 'আযা-বান 'আযীমা-। ৯৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইযা- দ্বারাব্তুম্
ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে লা'নত করছেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯৪) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

ফী সাবীলিল্লা-হি ফাতাবাইয়্যানূ ওয়া লা- তাকূলূ লিমান্ আল্কা~ইলাইকুমুস্ সালা-মা লাস্তা মু'মিনা-,

রাস্তায় বের হও, তখন তোমরা প্রত্যেক কাজই যাচাই করে নিও এবং যে কেউ তোমাদের সামনে আনুগত্য প্রকাশ করে, তাকে এরূপ বল না যে, তুমি মুমিন নও।

تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ

তাব্তাগূনা 'আরাদ্বাল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ফা'ইন্দাল্লা-হি মাগা-নিমু কাছীরাহ ; কাযা-লিকা কুন্তুম্

এ অবস্থায় যে, তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ খুঁজতেছ। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রচুর গনীমত। পূর্বে তোমরা তো এরূপই ছিলে, তারপর

مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

মিন্ ক্বাব্লু ফামান্নাল্লা-হু 'আলাইকুম্ ফাতাবাইয়্যানূ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা- ।

আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাচাই-বাছাই করে কাজ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

۝ لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ

৯৫। লা- ইয়াস্তাওয়িল ক্বা-'ইদূনা মিনাল্ মু'মিনীনা গাইরু উলিদ্দ্বারারি ওয়াল্মুজ্বা-হিদূনা

(৯৫) মুমিনদের মধ্যে যারা বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে ও যারা নিজ ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ

ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্ওয়া-লিহিম্ ওয়া আন্ফুসিহিম্ ; ফাদ্দ্বালাল্লা-হুল্ মুজ্বা-হিদীনা বিআম্ওয়া-লিহিম

রাস্তায় জিহাদ করে তারা উভয় সমান নয়। যারা জেহাদ করে স্বীয় মাল ও জান দিয়ে, আল্লাহ তাদের পদ মর্যাদা দান করেছেন,

وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ

ওয়া আন্ফুসিহিম্ 'আলাল্ ক্বা-'ইদীনা দারাজ্বাহ; ওয়া কুল্লাওঁ ওয়া'আদাল্লা-হুল হুস্না ; ওয়া ফাদ্দ্বালাল্লা- হুল্

বসে থাকা লোকদের উপর। আর সকলকেই আল্লাহ উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ

মুজ্বা-হিদীনা 'আলাল্ ক্বা-'ইদীনা আজ্বরান্ 'আযীমা- । ৯৬। দারাজ্বা-তিম্ মিন্হু ওয়া মাগ্ফিরাতাওঁ ওয়া রাহ্মাহ ;

মুজাহিদদেরকে গৃহে বসা লোকদের চেয়ে, মহা প্রতিদানের ক্ষেত্রে। (৯৬) এটা হল তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা আর রহমত

১৩ ع ৫ ১০ রুকূ

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা- । ৯৭। ইন্নাল্ লাযীনা তাওয়াফ্ফা-হুমুল্ মালা—ইকাতু য়া-লিমী~আন্ফুসিহিম্

আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৯৭) যারা হিজরত না করে নিজেদের উপর জুলুম করেছে, ফিরিশতাগণ তাদের

قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۭ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ

ক্বা-লূ ফীমা কুন্তুম ; ক্বা-লূ কুন্না- মুস্তাদ্'আফীনা ফিল্ আর্দ্ব ; ক্বা-লূ~আলাম্ তাকুন্

প্রাণ নেয়ার সময় অবশ্যই বলবেন, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে অসহায় ছিলাম। তারা বলবে,

أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ

আর্‌দ্বুল্লা-হি ওয়া সি'আতান্ ফাতুহা-জিরূ ফীহা- ; ফাউলা—ইকা মা'ওয়া-হুম্ জাহান্নাম ; ওয়া সা—আত্
আল্লাহর পৃথিবী কি এমন প্রশস্ত ছিলনা, যে তোমরা সেখানে হিজরত করতে? অতএব তাদের ঠিকানা জাহান্নাম; এবং তা খুবই

مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

মাস্বীরা- । ৯৮ । ইল্লাল্ মুস্‌তাদ্ব'আফীনা মিনার্ রিজ্বা-লি ওয়ান্ নিসা—ই ওয়ালওয়িল্‌দা-নি লা-ইয়াস্‌তাত্বী'উনা
নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (৯৮) কিন্তু পুরুষ ও নারী এবং শিশুদের মধ্য হতে যারা অসহায় এবং তারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে

حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ

হ্বীলাতাওঁ ওয়া লা- ইয়াহ্‌তাদূনা সাবীলা- । ৯৯ । ফাউলা—ইকা 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়া'ফুওয়া 'আনহুম্ ;
না কোন রাস্তাও পায় না তাদের কথা ভিন্ন। (৯৯) সুতরাং তাদের জন্য আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আফুওয়্যান্ গাফূরা- । ১০০ । ওয়া মাইঁ ইউহা-জ্বির্ ফী সাবীলিল্লা-হি ইয়াজ্বিদ্ ফিল্ আর্‌দ্বি
আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল। (১০০) আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে সে পাবে পৃথিবীতে

مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

মুরা-গামান্ কাছীরাওঁ ওয়া সা'আহ ; ওয়া মাইঁ ইয়াখ্‌রুজ্ব মিম্ বাইতিহী মুহা-জ্বিরান্ ইলাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী
বহু আশ্রয়স্থল ও স্বচ্ছলতা। আর যে তার নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করার উদ্দেশ্যে বের হয়

১৪ ع ৪ ১১ রুকু

ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

ছুম্মা ইউদ্‌রিকহুল মাওতু ফাক্বাদ্ ওয়াক্বা'আ আজ্‌রুহূ 'আলাল্লা-হ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহ্বীমা- ।
অতঃপর তার মৃত্যু ঘটে, নিশ্চয় তার সওয়াবের যিম্মা স্বয়ং আল্লাহর উপর রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

﴿١٠١﴾ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ

১০১ । ওয়া ইযা- দ্বারাব্‌তুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি ফালাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আন্ তাক্বস্বুরূ মিনাস্ব স্বালা-হ,
(১০১) আর যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই,

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

ইন খিফ্‌তুম্ আইঁ ইয়াফ্‌তিনাকুমুল্লাযীনা কাফারূ ; ইন্নাল্ কা-ফিরীনা কা-নূ লাকুম্ 'আদুওওয়্যাম্ মুবীনা- ।
যদি তোমরা এ আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে নির্যাতন করবে। নিঃসন্দেহে কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

﴿١٠٢﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

১০২ । ওয়া ইযা- কুন্‌তা ফীহিম্ ফাআক্বাম্‌তা লাহুমুস্ব স্বালা-তা ফাল্‌তাক্বুম্ ত্বা—ইফাতুম্ মিনহুম্ মা'আকা
(১০২) আর যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের সাথে সালাতে দাঁড়াবেন তখন যেন তাদের একদল আপনার সাথে

وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ ۣ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَآئِكُمْ ۠ وَلْتَأْتِ

ওয়াল্ ইয়া'খুযূ~আস্লিহ্বাতাহুম্ ; ফাইযা- সাজাদূ ফাল্ইয়াকূনূ মিওঁ ওয়া রা—ইকুম্, ওয়াল্তা'তি
দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের হাতিয়ার সাথে রাখে। তারপর যখন তারা সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন আপনার পেছনে চলে আসে এবং অন্য দল

طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ

ত্বা—ইফাতুন্ উখ্রা- লাম ইউস্বাল্লূ ফাল্ ইউস্বাল্লূ মা'আকা ওয়াল্ ইয়া'খুযূ হ্বিয্রাহুম্ ওয়া আস্লিহ্বাতাহুম্,
যারা এখনো সালাত আদায় করে নি তারা যেন আপনার সাথে সালাত আদায়ে শরীক হয় এবং আত্মরক্ষার আসবাব ও নিজ হাতিয়ার সাথে রাখবে।

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ

ওয়াদ্দাল্ লাযীনা কাফারূ লাও তাগ্ফুলূনা 'আন্ আস্লিহ্বাতিকুম ওয়া আম্তি'আতিকুম্ ফাইয়ামীলূনা 'আলাইকুম্
যারা কাফির তারা চায়, তোমরা যেন অসাবধান হও তোমাদের হাতিয়ার ও আসবাব পত্রের ব্যাপারে। যাতে তারা একযোগে

مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ

মাইলাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাহ ; ওয়ালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকুম্ ইন্ কা-না বিকুম আযাম্ মিম মাত্বারিন্ আও কুন্তুম্
তোমাদের উপর হামলা চালাতে পারে। তোমাদের কোন গুনাহ হবে না, যদি তোমাদের বৃষ্টির কারণে কষ্ট হয় অথবা

مَّرْضٰٓى أَنْ تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ

মারদ্বা~আন্ তাদ্বা'উ~আস্লিহ্বাতাকুম্ ওয়া খুযূ হ্বিয্রাকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা আ'আদ্দা লিল্কা-ফিরীনা
অসুস্থ হও, এক্ষেত্রে হাতিয়ার খুলে রেখে দিলে। তবে অবশ্যই নিজেদের আত্মরক্ষার আসবাব সংগে নিয়ে নিবে। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি

عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٣﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى

'আযা-বাম্ মুহীনা-। ১০৩। ফাইযা- ক্বাদ্বাইতুমুস্স্বালা-তা ফায্কুরুল্লা-হা ক্বিয়া-মাওঁ ওয়া কু'উদাওঁ ওয়া 'আলা-
তৈয়ার করে রেখেছেন। (১০৩) তারপর যখন তোমরা সালাত আদায় শেষ করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, দাঁড়িয়ে,

جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى

জুনূবিকুম, ফাইযাত্ব মা'নান্তুম্ ফাআক্বীমুস্স্বালা-হ, ইন্নাস্ব স্বালা-তা কা-নাত্ 'আলাল্
বসে এবং শায়িত অবস্থায়। তৎপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথ নিয়মে সালাত আদায় করবে। নিশ্চয় সালাত কায়েম করা

الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۗ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ

মু'মিনীনা কিতা-বাম্ মাওকূতা-। ১০৪। ওয়া লা- তাহিনূ ফিব্তিগা—ইল্ ক্বাওম ; ইন্ তাকূনূ তা'লামূনা
মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে। (১০৪) আর শত্রু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা হিম্মৎ হারাওনা, যদি তোমরা আঘাত পাও, তবে

فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ

ফাইন্নাহুম্ ইয়া'লামূনা কামা- তা'লামূন, ওয়া তারজূনা মিনাল্লা-হি মা-লা- ইয়ারজূন ; ওয়া কা-নাল্লা-হু
তারাও আঘাত পায়, যেভাবে তোমরা আঘাত পাও এবং তোমরা যেভাবে আল্লাহর থেকে আশা কর তারা তা আশা করে না। আর আল্লাহ

১৫ ع ৪ ১২ রুকূ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٥﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ

'আলীমান্ হাকীমা- । ১০৫ । ইন্না~আন্যাল্না~ইলাইকাল কিতা-বা বিল্ হাক্বক্বি লিতাহ্কুমা বাইনান্ না-সি বিমা~

মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১০৫) নিশ্চয় আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি। যাতে আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়ে দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের

اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٦﴾ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

আরা-কাল্লা-হ ; ওয়া লা-তাকুল্ লিল্ খা—ইনীনা খাস্বীমা- । ১০৬ । ওয়াস্তাগ্ফিরিল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না

মাঝে ফয়সালা করতে পারেন। আর আপনি আত্মসাৎকারীদের পক্ষ হয়ে তর্ক করবেন না। (১০৬) এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٧﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

গাফূরার রাহীমা- । ১০৭ । ওয়া লা- তুজা-দিল্ 'আনিল্লাযীনা ইয়াখ্তা-নূনা আন্ফুসাহুম্ ; ইন্নাল্লা-হা

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১০৭) আর আপনি তাদের পক্ষে বিতর্ক করবেন না, যারা তাদের নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকা পোষণ করে; নিশ্চয় আল্লাহ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٨﴾ ۚ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ

লা- ইউহিব্বু মান্ কা-না খাওয়্যা-নান্ আছীমা- । ১০৮ । ইয়াস্তাখ্ফূনা মিনান্না-সি ওয়া লা- ইয়াস্তাখফূনা

বিশ্বাসঘাতক পাপীদেরকে ভালবাসেন না। (১০৮) তারা মানুষের থেকে আত্মগোপন করে, কিন্তু আল্লাহর থেকে গোপন করে না।

مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا

মিনাল্লা-হি ওয়া হুওয়া মা'আহুম্ ইয্ ইউবাইয়্যিতূনা মা-লা-ইয়ার্দ্বা- মিনাল্ ক্বাওল ; ওয়া কা-নাল্লা-হু বিমা-

অথচ আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন, রাতে তারা এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যে কথা আল্লাহ পছন্দ করেন না। আর তারা যা

يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٩﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا قف

ইয়া'মালূনা মুহীত্বা- । ১০৯ । হা~আন্তুম্ হা~উলা—ই জা-দাল্তুম্ 'আন্হুম্ ফিল্ হায়া-তিদ দুন্ইয়া-,

কিছু করে সবই আল্লাহর জ্ঞানের আয়ত্তে। (১০৯) হাঁ, তোমরাই এ পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ,

فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۵

ফামাই ইউজা-দিলুল্লা-হা 'আন্হুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি আম্ মাই ইয়াকূনু 'আলাইহিম্ ওয়াকীলা- ।

কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহর সম্মুখে কে বিতর্ক করবে? অথবা কে হবে তাদের উকীল?

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا ﴿١١٠﴾

১১০ । ওয়া মাই ইয়া'মাল্ সূ—আন্ আও ইয়াজ্বলিম নাফ্সাহূ ছুম্মা ইয়াস্তাগ্ফিরিল্লা-হা ইয়াজিদিল্লা-হা গাফূরার্

(১১০) আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল,

رَّحِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

রাহীমা- । ১১১ । ওয়া মাই ইয়াক্সিব্ ইছ্মান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্সিবুহূ 'আলা- নাফ্সিহ্; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান্

পরম করুণাময় রূপেই পাবে। (১১১) আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, সে তা নিজের অনিষ্টের জন্যই করে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী,

حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ

হ্বাকীমা- । ১১২ । ওয়া মাইঁ ইয়াকসিব্ খাত্বী—আতান্ আও ইছ্মান্ ছুম্মা ইয়ার্মি বিহী বারী—আন্ ফাক্বাদিহ্ তামালা
প্রজ্ঞাময় । (১১২) আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ কাজ করে, অতঃপর তা নিরপরাধ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তবে সে অপবাদ ও প্রকাশ্য

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ১৬ ع

বুহ্তা-নাওঁ ওয়া ইছমাম্ মুবীনা- । ১১৩ । ওয়া লাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকা ওয়া রাহ্মাতুহূ লাহাম্মাত্ ত্বা—ইফাতুম্ মিনহুম্ ১৩ রুকু
পাপের বোঝা নিজে বহন করে । (১১৩) আর যদি আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হত, তবে তাদের মধ্য হতে একদল আপনাকে বিভ্রান্ত করতে

أَنْ يُضِلُّوكَ ط وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ط وَأَنْزَلَ اللَّهُ

আই ইউদ্বিল্লূক ; ওয়া মা- ইউদ্বিল্লূনা ইল্লা~আন্ফুসাহুম্ ওয়া মা- ইয়াদ্বুর্রূনাকা মিন্ শাইই ; ওয়া আন্যালাল্লা-হু
সংকল্প করেই ফেলেছিল; কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না; আল্লাহ

عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

'আলাইকাল্ কিতা-বা ওয়াল্হিক্মাতা ওয়া 'আল্লামাকা মা-লাম্ তাকুন তা'লাম ; ওয়া কা-না ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকা
আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ● তিন চতুর্থাংশ

'আযীমা । ১১৪ । লা-খাইরা ফী কাছীরিম্ মিন্ নাজ্ওয়া-হুম্ ইল্লা- মান্ আমারা বিস্বাদাক্বাতিন্ আও মা'রূফিন্
অসীম । (১১৪) তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু দান সদ্কা, সৎকাজ অথবা মানুষের মাঝে আপোস

أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ

আও ইস্বলা-হ্বিম্ বাইনান্ না-স ; ওয়া মাইঁ ইয়াফ্'আল্ যা-লিকাব্তিগা—আ মার্দ্বা-তিল্লা-হি ফাসাওফা
করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে । আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ কাজ করবে আমি তাকে অতি শীঘ্রই

نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى

নু'তীহি আজ্রান্ 'আযীমা- । ১১৫ । ওয়া মাইঁ ইউশা-ক্বিক্বির্ রাসূলা মিম্ বা'দি মা- তাবাইয়্যানা লাহুল্ হুদা-
মহা পুরস্কার দান করব । (১১৫) আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনগণের রাস্তা ব্যতীত অন্য রাস্তার

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ ১৭ ع

ওয়া ইয়াত্তাবি' গাইরা সাবীলিল্ মু'মিনীনা নুওয়াল্লিহী মা- তাওয়াল্লা- ওয়া নুস্বলিহী জ্বাহান্নাম ; ওয়া সা—আত্ মাস্বীরা- । ১৪ রুকু
অনুসরণ করে, তবে আমি তাকে সেদিকে ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরিয়ে যায় এবং আমি তাকে জাহান্নামে ফেলব । আর সেটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তন স্থল ।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط وَمَنْ

১১৬ । ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াগ্ফিরু আইঁ ইউশ্রাকা বিহী ওয়া ইয়াগ্ফিরু মা- দূনা যা-লিকা লিমাইঁ ইয়াশা—উ : ওয়া মাইঁ
(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর সাথে শিরিক করাকে ক্ষমা করবেন না এবং এ ছাড়া অন্যসব গুনাহ, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন । আর যে

يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٧﴾ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ

ইউশ্‌রিক্ বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা দ্বালা-লাম্ বা'ঈদা- । ১১৭ । ইয়ঁ ইয়াদ্‌'উনা মিন্ দূনিহী~ইল্লা~ইনা-ছা-,

আল্লাহর সাথে শরীক করে নিশ্চয় যে সুদূর গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। (১১৭) তারা আল্লাহকে ছেড়ে নারীজাতীয় প্রতিমাগুলোকে ডাকে (উপাসনা করে)।

وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٨﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ

ওয়া ইয়ঁ ইয়াদ্‌'উনা ইল্লা- শাইত্বা-নাম্ মারীদা- । ১১৮ । লা'আনাহুল্লা-হ্ । ওয়া ক্বা-লা লাআত্তাখিযান্না মিন্

আর শুধু অবাধ্য শয়তানের উপাসনা করে। (১১৮) আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করেছেন। আর সে বলেছিল, আমি অবশ্যই নিয়ে নিব তোমার বান্দাদের

عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٩﴾ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ

'ইবা-দিকা নাস্বীবাম্ মাফ্‌রূদ্বা- । ১১৯ । ওয়া লাউদ্বিল্লান্নাহুম্ ওয়া লাউমান্নিইয়ান্নাহুম্ ওয়া লাআ-মুরান্নাহুম্ ফালাইউবাত্তিকুন্না

মধ্য হতে নির্দিষ্ট অংশকে (১১৯) এবং আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই এবং অবশ্যই তাদের অন্তরে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই এবং তাদেরকে হুকুম

اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ

আ-যা-নাল্ আন্‌'আ-মি ওয়া লাআ-মুরান্নাহুম্ ফালাইউগাইয়িরুন্না খাল্‌ক্বাল্লা-হ্ ; ওয়া মাই ইয়াত্তাখিযিশ্ শাইত্বা-না

করব তারা যেন পশুর কর্ণচ্ছেদ করে এবং তাদেরকে অবশ্যই হুকুম করব যেন আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে। আর যে আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে

وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١٢٠﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ

ওয়ালিইঁইয়্যাম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ফাক্বাদ্ খাসিরা খুস্‌রা-নাম্ মুবীনা- । ১২০ । ইয়া'ইদুহুম্ ওয়া ইউমান্নীহিম্ ; ওয়া মা- ইয়া'ইদুহুমুশ্

বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিশ্চয় সে প্রকাশ্য ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয়। (১২০) সে তাদেরকে ওয়াদা দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। অথচ

الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢١﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ○

শাইত্বা-নু ইল্লা- গুরূরা- । ১২১ । উলা—ইকা মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নামু ওয়া লা- ইয়াজ্বিদূনা 'আন্‌হা- মাহ্বীস্বা- ।

শয়তান তাদেরকে যে ওয়াদা দেয় তা ধোঁকামাত্র। (১২১) তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেখান থেকে তারা রক্ষার কোন জায়গা পাবে না।

﴿١٢٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

১২২ । ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি সানুদ্‌খিলুহুম জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্

(১২২) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আমি অতিসত্বর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। যার তলদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা- ; ওয়া'দাল্ লা-হি হ্বাক্ব্বা-; ওয়া মান্ আস্বদাকূ মিনাল্লা-হি ক্বীলা- ।

নহরসমূহ প্রবাহিত, সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহর চেয়ে কে আছে অধিক সত্যবাদী?

○ টীকা (আঃ ১১৯) ঃ আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করার অর্থ এই যে, (কাফিরদের মধ্যে প্রচলন ছিল) গরুর বাছুর ও বকরীর বাচ্চা প্রতিমার নামে উৎসর্গ করে তাদের কান ফুঁড়ে দেয়া, কিংবা ছিদ্র করে কোন চিহ্ন ঝুলায়ে দেয়া অথবা খোঁড়া করে দেয়া অথবা শরীরে সূঁচ বিদ্ধ করে নকশা বা তিলক অঙ্কিত করা, ছেলে-পেলেদের মাথায় টিকি রাখা। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ১১৯) ঃ শয়তানের ওয়াদা ঃ আদমকে সিজদা না করার কারণে শয়তান যখন অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয় তখনই সে বলেছিল, আমি তো ধ্বংস হয়েছিই। তোমার বান্দা আদম সন্তানদের বড় একটি অংশকেও আমার পথে টেনে নিব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাব। (তাঃ উসমানী)

﴿١٢٣﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ

১২৩। লাইসা বিআমা-নিয়্যিকুম্ ওয়া লা ~আমা-নিয়্যি আহ্‌লিল কিতা-ব; মাইঁ ইয়া'মাল সূ—আইঁ ইউজ্‌যাবিহী

(১২৩) তোমাদের কামনা অনুযায়ী এবং আহ্‌লে কিতাবদের কামনা অনুযায়ী কোন কাজ হবে না। যে মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে।

وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ

ওয়া লা-ইয়াজ্বিদ্ লাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়া লা- নাস্বীরা-। ১২৪। ওয়া মাইঁ ইয়া'মাল্ মিনাস্ব স্বা-লিহ্বা-তি

আর সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে

مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

মিন্ যাকারিন্ আও উন্‌ছা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফাউলা—ইকা ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জ্বান্নাতা ওয়ালা- ইউজ্‌লামূনা

পুরুষ ও নারীদের মধ্য হতে আর সে ঈমানদার হবে; তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং তাদের প্রতি বিন্দু মাত্রও জুলুম করা

نَقِيْرًا ﴿١٢٥﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ

নাক্বীরা-। ১২৫। ওয়া মান্ আহ্‌সানু দীনাম মিম্মান্ আস্‌লামা ওয়াজ্‌হাহূ লিল্লা-হি ওয়া হুওয়া মুহ্‌সিনুওঁ ওয়াত্তাবা'আ মিল্লাতা

হবে না। (১২৫) সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম দ্বীনদার ব্যক্তি হতে পারে? যে আল্লাহর একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও এবং একনিষ্ঠভাবে

اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٦﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

ইব্রা-হীমা হ্বানীফা- ; ওয়াত্তাখাযাল্লা-হু ইব্রা-হীমা খালীলা-। ১২৬। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্

ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করে, যাতে কোন বক্রতা নেই? আল্লাহ ইব্রাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব

الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٧﴾ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ؕ قُلِ ১৮ ع ১১ ১৫ রুকূ

আর্‌দ্ব ; ওয়া কা-নাল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িম্ মুহ্বীত্বা-। ১২৭। ওয়া ইয়াস্‌তাফ্‌তূনাকা ফিন্ নিসা—ই ; কুলি

আল্লাহরই কর্তৃত্বে। আর আল্লাহ সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন। (১২৭) লোকেরা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে হুকুম জানতে চায়। আপনি বলুন,

اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ

ল্লা-হু ইউফ্‌তীকুম্ ফীহিন্না ওয়া মা- ইউত্‌লা- 'আলাইকুম্ ফিল্ কিতা-বি ফী ইয়াতা-মান্ নিসা—ইল্

আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, আর কুরআনে তোমাদেরকে পড়ে শোনান হয়েছে, এতিম মেয়েদের

الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ

লা-তী লা-তু'তূনাহুন্না মা- কুতিবা লাহুন্না ওয়া তার্‌গাবূনা আন্ তান্‌কিহুহুন্না ওয়াল্ মুস্‌তাদ্ব'আফীনা

ব্যাপারে বিধান, যাদের নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ বাসনা কর তাদেরকে বিবাহ করতে এবং (হুকুম দিচ্ছেন)

مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

মিনাল্ ওয়িল্‌দা-নি ওয়া আন্ তাকূমূ লিল ইয়াতা-মা- বিল্ কিস্‌ত্ব ; ওয়া মা- তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্ ফাইন্নাল্লা-হা

অসহায় শিশুদের এবং এতিমদের ব্যাপারে যে, তোমরা তাদের ইনসাফ কায়েম কর। আর তোমরা যে সৎকাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে

كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٨﴾ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا

কা-না বিহী 'আলীমা- । ১২৮। ওয়া ইনিম্রাআতুন্ খা-ফাত্ মিম্ বা'লিহা- নুশূযান্ আও ই'রা-দ্বান্ ফালা-

বিষয়ে খুব জানেন। (১২৮) আর যদি কোন নারী আশংকা করে তার স্বামীর অসদাচরণ অথবা উপেক্ষার, তবে তারা পরস্পর

جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۭ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۭ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ

জুনা-হা 'আলাইহিমা~আই ইউস্বলিহা- বাইনাহুমা- স্বুল্হা- -; ওয়াস্ব স্বুল্হু খাইর ; ওয়া উহ্দ্বিরাতিল্ আন্ফুসুশ্

মীমাংসা করে নিলে তাতে কোন দোষ নেই। আর মীমাংসাই সর্বোত্তম। আর মানুষের লোভ আত্মার সাথে সম্পর্কিত।

الشُّحَّ ۭ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٩﴾ وَلَنْ

শুহ্হ্ ; ওয়া ইন্ তুহ্সিনূ ওয়া তাত্তাকূ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা- । ১২৯। ওয়া লান্

আর যদি তোমরা সদ্ব্যবহার কর ও পরহেজগারী কর, তবে তোমরা যা করছ সে বিষয় আল্লাহ খবর রাখেন। (১২৯) তোমরা কখনই

تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۗءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ

তাস্তাত্বী'উ~আন্ তা'দিলূ বাইনান্ নিসা—ই ওয়া লাও হ্বারাস্বতুম্ ফালা- তামীলূ কুল্লাল্ মাইলি

স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে পারবে না যদিও এ ব্যাপারে তোমরা আগ্রহী হও। তবে তোমরা এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না।

فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۭ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٣٠﴾

ফাতাযারূহা- কাল্ মু'আল্লাক্বাহ ; ওয়া ইন্ তুস্বলিহূ ওয়া তাত্তাকূ ফাইন্নাল্লা-হা- কা-না গাফূরার্ রাহীমা- ।

আর অপরকে ঝুলান্ত অবস্থায় রেখনা। যদি আপোস কর ও পরহেজগারী অবলম্বন কর; তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾

১৩০। ওয়া ইইঁয়াতাফার্রাক্বা- ইয়ুগ্নিল্ লা-হু কুল্লাম্ মিন্ সা'আতিহ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু ওয়া-সি'আন্ হ্বাকীমা- ।

(১৩০) আর যদি তারা উভয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ প্রত্যেককে তাঁর প্রশস্ততা দ্বারা অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত ও প্রজ্ঞাময়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ

১৩১। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আর্দ্ব ; ওয়া লাক্বাদ্ ওয়াস্ব্বাইনাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্

(১৩১) আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। বস্তুতঃ আমি উপদেশ দিয়েছিলাম তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব

قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

ক্বাবলিকুম্ ওয়া ইয়্যা-কুম্ আনিত্তাকুল্লা-হ ; ওয়া ইন্ তাক্ফুরূ ফাইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়া মা-ফিল্

দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে যে, আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি অস্বীকার কর, তবে আসমান ও যমীনে যা কিছু

الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ

আর্দ্ব ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গানিইয়্যান্ হ্বামীদা- । ১৩২। ওয়া লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্ আর্দ্ব ;

আছে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজ সত্তায় প্রশংসিত। (১৩২) আসমানে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহরই জন্য

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٣﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ

ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়াকীলা-। ১৩৩। ইইঁইয়াশা' ইউযহিব্কুম্ আইয়্যুহান্ না-সু ওয়া ইয়া'তি বিআ-খারীন ;
এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (১৩৩) হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে অন্য জাতিকে এনে

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা- যা-লিকা ক্বাদীরা-। ১৩৪। মান্ কা-না ইউরীদু ছাওয়া-বাদ্ দুন্ইয়া- ফা'ইন্দাল্লা-হি
প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আল্লাহ এ বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (১৩৪) কেউ দুনিয়ার পুরস্কার চাইলে, তবে আল্লাহর কাছেই

ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ছাওয়া-বুদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ ; ওয়া কা-নাল্লা-হু সামী'আম্ বাছীরা-। ১৩৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ
দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার রয়েছে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (১৩৫) হে ঈমানদারগণ!

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ

কূনূ ক্বাওওয়া-মীনা বিল্ ক্বিস্ত্বি শুহাদা —আ লিল্লা-হি ওয়া লাও 'আলা ~আন্ফুসিকুম্ আওয়িল্ ওয়া-লিদাইনি
তোমরা ন্যায় নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানকারী হও, যদিও তা নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের

وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى

ওয়াল্ আক্বরাবীন, ইইঁইয়াকুন্ গানিইয়্যান্ আও ফাক্বীরান্ ফাল্লা-হু আওলা- বিহিমা, ফালা- তাত্তাবিউল্ হাওয়া ~
বিরুদ্ধে হয়, সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক। তবে আল্লাহ উভয়ের সাথে অধিক সম্পৃক্ত। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির

اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

আন্ তা'দিলূ, ওয়া ইন্ তাল্উ~আও তু'রিদূ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা-।
অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা পেঁচিয়ে কথা বল বা এড়িয়ে যাও; তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى ﴿١٣٦﴾

১৩৬। ইয়া~আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ~আ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী ওয়াল্ কিতা-বিল্লাযী নাযযালা 'আলা-
(১৩৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন

رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ

রাসূলিহী ওয়াল্ কিতাবিল্ লাযী~আন্যালা মিন্ ক্বাবল ; ওয়া মাইঁয়াক্ফুর্ বিল্লা-হি ওয়া মালা~ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী
তার উপর এবং সে কিতাবের উপর যা তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে অস্বীকার করবে আল্লাহকে, ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর

وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا

ওয়া রুসুলিহী ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ফাক্বাদ দ্বাল্লা দ্বালা-লাম্ বা'ঈদা-। ১৩৭। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ
রাসূলগণকে এবং কিয়ামত দিবসকে, তবে সে নিশ্চয়ই পতিত হবে ভীষণ বিভ্রান্তিতে। (১৩৭) আর যারা ঈমান এনেছে অতঃপর কুফরী করেছে

১৯ ع ১৬ রুকূ

ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

ছুম্মা আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ ছুম্মায দা-দূ কুফ্‌রাল্ লাম্ ইয়াকুনিল্লা-হু লিইয়াগ্‌ফিরা লাহুম্ ওয়া লা-লিইয়াহ্‌দিয়াহুম্

অতঃপর পুনরায় ঈমান এনেছে তারপর কুফ্‌রী করেছে এরপর কুফ্‌রীতে বেড়ে চলেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে (বেহেশতের) পথ

سَبِيْلًا ۝١٣٧ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٣٨ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ

সাবীলা-। ১৩৮। বাশ্‌শিরিল্ মুনা-ফিক্বীনা বিআন্না লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা। ১৩৯। নিল্লাযীনা ইয়াত্তাখিযূনাল্ কা-ফিরীনা

দেখাবেন না। (১৩৮) মুনাফিকদেরকে এ মর্মে সু-সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৩৯) যারা মুমিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে

اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

আওলিয়া—আ মিন্ দূনিল্ মু'মিনীন ; আইয়াব্‌তাগূনা 'ইন্‌দা হুমুল্ ইয্‌যাতা ফাইন্নাল্ ইয্‌যাতা লিল্লা-হি জ্বামী'আ।

বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে সম্মানের আশা করে? অথচ সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহরই অধিকারে।

۝١٤٠ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا

১৪০। ওয়া ক্বাদ্ নায্‌যালা 'আলাইকুম্ ফিল্ কিতা-বি আন্ ইযা- সামি'তুম্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি ইউক্‌ফারু বিহা- ওয়া ইউস্‌তাহ্‌যাউ বিহা-

(১৪০) আর আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের উপর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনতে পাবে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে বা

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ

ফালা- তাক্ব'উদূ মা'আহুম্ হাত্তা- ইয়াখূদ্বূ ফী হ্বাদীছিন্ গাইরিহী~ইন্নাকুম্ ইযাম্‌মিছ্‌লুহুম্ ;

তা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে– তখন তাদের নিকট বসনা যে পর্যন্ত তারা অন্য কথা আলোচনা শুরু না করে। অন্যথায় তোমারও তাদের মত হয়ে যাবে।

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝١٤٠ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ

ইন্নাল্লা-হা জ্বা-মি'উল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াল্ কা-ফিরীনা ফী জ্বাহান্নামা জ্বামী'আ- ১৪১। আল্লাযীনা ইয়াতারাব্বাস্বূনা বিকুম্,

নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে সমবেত করবেন। (১৪১) তারা (মুনাফিকরা) তোমাদের (অকল্যাণের) প্রতিক্ষায় থাকে।

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ

ফাইন কা-না লাকুম ফাত্‌হুম মিনাল্লা-হি ক্বা-লূ~আলাম নাকুম মা'আকুম্, ওয়া ইন্ কা-না লিল্ কা-ফিরীনা নাস্বীবুন্

অনন্তর আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের বিজয় হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি হয় সেটা (বিজয়) কাফিরদের ভাগ্যে,

قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

ক্বা-লূ~আলাম্ নাস্‌তাহ্বওয়িয্ 'আলাইকুম ওয়া নাম্‌না'কুম্ মিনাল্ মু'মিনীন ; ফাল্লা-হু ইয়াহ্বকুমু বাইনাকুম্

তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ের নায়ক ছিলাম না? এবং ঈমানদারদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ কিয়ামতের দিন

○ টীকা (আঃ ১৩৮) ঃ যে একবার 'মুরতাদ' হয় তারও বিধান এই যে, কাফির অবস্থায় মরলে মাগফেরাত ও বেহেশত হতে বঞ্চিত থাকবে। এখানে দ্বিতীয়বার মুরতাদ হওয়ার বর্ণনা শর্ত হিসেবে নয় ; বরং কেউ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় এরূপ করেছিল, তাই এ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৪০) ঃ এ সমস্ত লোকের সঙ্গে (ক) কুফরীকর্মের প্রতি সন্তুষ্টির সাথে উঠাবসা করা কুফরমূলক কাজ। (খ) কুফরী কথাবার্তা এবং ইসলামের বিরূপ সমালোচনার সময় কিছু না বলে ঘৃণার সাথে তথায় বসে থাকা ফাসেকী। (গ) কোন পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বসলে জায়েয হবে। (ঘ) হেদায়াতের উদ্দেশ্যে বসলে এবাদতে গণ্য হবে। (ঙ) অপরাগ হয়ে অনিচ্ছায় বসলে ওযর গ্রহণীয় হবে। (বঃ কোঃ)

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤٢﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ২০ ع ৭ ১৭ রুকূ

ইয়াওমাল্ কি্বয়া-মাহ ; ওয়ালাই ইয়াজ্ব'আলাল্লা-হু লিল্ কা-ফিরীনা 'আলাল্ মু'মিনীনা সাবীলা-। ১৪২। ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা

তোমাদের মাঝে মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনো মুমিনদের মোকাবিলায় কাফিরদের জয়ী করবেন না। (১৪২) মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ

ইউখা-দি'উনাল্লা-হা ওয়া হুওয়া খা-দি'উহুম, ওয়া ইযা- ক্বা-মূ~ইলাস্ব স্বালা-তি ক্বা-মূ কুসা-লা- ইউরা—উনান্

প্রতারণা করে। বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে (পাপাচারের অবকাশ দিয়ে) প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অমনোযোগিতার সাথে

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٣﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَآءِ

না-সা ওয়া লা- ইয়ায্‌কুরূনাল্লা-হা ইল্লা- ক্বালীলা-। ১৪৩। মুযাব্‌যাবীনা বাইনা যা-লিকা লা~ইলা- হা~উলা—ই

কেবল লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা খুব সামান্যই স্মরণ করে। (১৪৩) যারা উভয়ের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে

وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٤﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ওয়া লা~ইলা- হা~উলা—ই; ওয়া মাঁই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ সাবীলা-। ১৪৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা

তারা এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি তার জন্য কোন রাস্তা পাবেন না। (১৪৪) হে ঈমানদারগণ!

اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا

আ-মানূ লা-তাত্তাখিযুল কা-ফিরীনা আওলিয়া—আ মিন দূনিল্ মু'মিনীন; আতুরীদূনা আন্ তাজ্ব'আলূ

মুমিনগণকে ত্যাগ করে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা কি চাও; নিজেদের দোষী হওয়ার উপর

لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٥﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ

লিল্লা-হি 'আলাইকুম সুল্‌ত্বা-নাম মুবীনা-। ১৪৫। ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিদ্ দারকিল্ আস্‌ফালি মিনান্ না-রি, ওয়া লান্

আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে? (১৪৫) নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে থাকবে এবং আপনি তাদের জন্য কোন

تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٦﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ

তাজ্বিদা লাহুম নাস্বীরা-। ১৪৬। ইল্লাল্ লাযীনা তা-বূ ওয়া আস্বলাহূ ওয়া'তাস্বামূ বিল্লা-হি ওয়া আখ্‌লাস্বূ দীনাহুম্

সাহায্যকারী পাবেন না। (১৪৬) কিন্তু যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

লিল্লা-হি ফাউলা—ইকা মা'আল মু'মিনীন ; ওয়া সাওফা ইউ'তিল্লা-হুল্ মু'মিনীনা আজ্বরান 'আযীমা-।

একনিষ্ঠভাবে স্বীয় দ্বীনকে পালন করে, তারা হবে মুমিনদের সাথী। আর আল্লাহ মুমিনগণকে মহা প্রতিদান দান করবেন।

﴿١٤٧﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৭। মা- ইয়াফ্'আলুল্লা-হু বি'আযা-বিকুম ইন্ শাকার্‌তুম্ ওয়া আ-মান্‌তুম ; ওয়া কা-নাল্লা-হু শা-কিরান 'আলীমা-।

(১৪৭) (হে মুনাফিকগণ!), যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন? আল্লাহ হচ্ছেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী ও সর্বজ্ঞ।